শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-চরিত

শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত

(বাং ১৩২১)

মূল্য ॥০ আট আনা

শ্রীস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ,
জিলা নদীয়া হইতে ভক্তিবিনোদ দাসানুদাস
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় শর্ম্মা ভক্তি-ভূষণ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১০৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্,
"দি কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।



শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী

শ্রীশ্রীগৌর গদাধরাভ্যাং নমঃ।

পরিচয়।

এই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ চরিত খানি শুদ্ধ বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রাণের ধন ও নিত্য পাঠ্য। বর্ত্তমান কালে শুদ্ধভক্তিকে যেরূপ ভাবে লণ্ড ভণ্ড করিয়া মায়াবাদ সংশ্লিষ্ট ভক্তিকে ভক্তি আখ্যা দিয়া প্রচার হইতেছে তাহাতে অনেকেই সেই ভ্রমময় পথকে প্রকৃত পথ মনে করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন। বিশুদ্ধ দীন হীন ভাবে না থাকিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও বহু অর্থ ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা হয় না বলিয়া নিজের ভোগ বৃদ্ধি করতঃ যে ধর্ম্ম আজ কাল প্রচার হইতেছে উহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমোদিত নহে। তিনি আচারে ও প্রচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি যেরূপ শুদ্ধ ভাবে দিয়া গিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করাই শুদ্ধ ভক্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। আমাদের প্রকৃত বন্ধু ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস সেই সকল শিক্ষা যেরূপ ভাবে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার জন্য এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ খানিতে স্পষ্টরূপে অনেক শিক্ষা বলিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তির তেজ তাঁহার মধ্যে থাকায় তিনি নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট করিয়া সকল কথাই জগতের উপকারার্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তক খানি অশুদ্ধ ভক্তি আশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনঃপুত না হইতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠা শূন্য প্রকৃত রূপানুগ ভজনশীল

ভক্তগণ ইহাকে তাঁহাদের বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ গ্রন্থ বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবেন ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। এখানে আমারা গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

যশোহর জিলায় নড়াইল সবডিভিসনের অন্তর্গত ছাতড়া গ্রামে ১১ই শ্রাবণ ১২৯৪ সালে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী, (ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ইন্দ্রচন্দ্র ছিল,) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাহার বাল্যকালেই হৃষীকেশে যতি আশ্রম গ্রহণ করতঃ শ্রীনরোত্তম দাস সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন। গৃহে থাকিয়া কিছু বিদ্যাভ্যাস করিয়া নিজসুকৃতির বলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে কৃষ্ণদাসের মতি গতি ধাবিত হওয়ায় তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য তাহার বন্ধু শ্রীযুক্ত বনমালী দাসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক বস্ত্রে নবদ্বীপে পদব্রজে আসিতে থাকেন। মধ্যে একটী নদী পার হইতে হইলে পাটনীকে পারানী পয়সা হস্তে না থাকায় ও তাহা দিতে না পারায় তাঁহাদের পরিহিত একখানি কাপড় উহাকে দিয়া দুই জনে অপর পরিহিত বস্ত্র খানি দ্বিভাগ করিয়া তাহাই পরিধান পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদতলে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়েই ঠাকুরের কৃপালাভ করিতে সক্ষম হন। কৃষ্ণদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত বিশুদ্ধ ভাবে শুভ্র ডোরকৌপীনবস্ত্র হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট ভেকাশ্রয় করতঃ প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত ভজন সাধনে

হন ও ক্রমে ঠাকুরের কৃপা যথেষ্ট লাভ করিয়া

নির্ম্মল, নিষ্কপট "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" অবস্থায় থাকিয়া আপনাকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত করেন নাই এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাশ্রিত থাকিয়া কখনও কপট ও অসৎ বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গেরুয়াবসন ধারণরূপ মায়াবাদ সংশ্লিষ্ট আচার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রহণ করিবার জন্য অনুমোদন করেন নাই।

তাঁহার শরীর সর্ব্বদাই স্বভাবসুলভ সরলতায় পূর্ণ থাকিত। বহুশিষ্য ও 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা' বাক্যের বিকৃত অর্থ করতঃ যুক্তবৈরাগ্যের ভানে বহু অর্থ যেনতেন প্রকারেন সংগ্রহ করিয়া ভগবানের দোহাই দিয়া নিজ ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও ভোগ লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য কোন দিনই ইচ্ছা করেন নাই। পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃকুলের বিষয় সম্পত্তি নিজের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে ফাঁকি দিয়া অথবা বলপ্রয়োগে সংগ্রহ করিয়া ভক্তি প্রচার হইতেছে বলিয়া যথেচ্ছাচার চেষ্টা তাঁহার জীবনে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। নিজের দেহ ও মনকে দীন হীন বৈষ্ণবের ন্যায় রক্ষা করিয়া অক্লান্ত ভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবা বিশুদ্ধ ভাবে করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পক্ষান্তরে তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মধ্বজী অসদাচারীদিগের সহিত তাঁহাকে কখনই মিলিতে দেন নাই এবং সর্ব্বদাই নিজের নিকট রাখিতেন। তাঁহার সরলতাই তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দের

প্রথম কারণ। তিনি আমাকে এত ভাল বাসিতেন যে তাঁহার মনের কথা সর্ব্বদাই সরল প্রাণে আমাকে বলিয়া আমার সহিত একযোগে সকল কার্য্য করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে দিবস নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন সে দিবস আমরা দুই জনে কতই কাঁদিয়া কাঁদিয়া অকূল পাথারে ভাসিয়া ঠাকুরের শেষ ক্রিয়া সাঙ্গ করিয়া ঠাকুরের আজ্ঞানুযায়ী তাঁহার শেষ বস্তু মাথায় করিয়া লইয়া আসিয়া প্রথমতঃ ভক্তিভবনে রক্ষা করিয়া পরে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপগঞ্জে শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে স্থাপন করি এবং তদুপরি ক্রমে কয়েকজন ভক্তিবিনোদ দাসের সহায়তায় ও বিশেষতঃ মদীয় কনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তি সংরক্ষক ইঞ্জিনিয়র শ্রীমান্ শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ভায়ার সাহায্যে মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করাইয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মনিরুদ্দিন মিস্ত্রির দ্বারা সমাধিমন্দির নির্ম্মান করাই। ঠাকুরের তিরোভাবের পর হইতেই বাবাজী মহাশয় শীঘ্রই দেহ রক্ষা করিবেন বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে তিনি ঠাকুরের নিকট আসিলে ঠাকুরের সেবা আমরা দুই জনে করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি যদি পুনরায় চলিয়া যান তাহা হইলে আমি পুনরায় একাকী কি করিয়া সেবা করিব। তাহাতে তিনি আমাকে অনেক আশ্বাস দিয়া বলেন যে ঠাকুর তাঁহার সেবা আমারই উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর তাহার জীবনী এবং অন্যান্য বহু ভক্তিগ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া যাহা আমাকে বহুদিন যাবৎ

দিয়া গিয়াছেন তাহাই আমার প্রতি ঠাকুরের অমূল্য দান এবং আজিও তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেও মদীয় পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর আজ্ঞায় ও অসীম কৃপায় অনুকম্পান্বিত হইয়া ঠাকুরের যাবতীয় নিত্য সেবায় রত থাকিতে সমর্থ হইব। বাবাজী মহাশয়ের সেই ভক্তি জগতের স্নেহপূর্ণ বাক্য গুলি সর্ব্বদাই আমার মনে জাগরিত হয় এবং আমি যাহাতে উহা অবিচলিত ভাবে পালন করিতে পারি তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হই।

ক্রমে তিনি সত্যসত্যই চলিয়া গেলেন। ১৯১৫ খৃঃ ১০ই আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী দিবসে অপরাহ্ণে স্বীয় পিতা মাতাকে দেহ খানি প্রত্যার্পণ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের পাদপদ্মে থাকিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তদীয় পিতা সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার সমাধি বস্তু আনিয়া আমার নিকট ভক্তিভবনে পৌছিলে উহাও আমি বহু যত্ন পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে এক কোনে স্থাপন করাই ও তদুপরি বাবাজী মহাশয়ের একান্ত ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষের ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি দাস বাবাজীর সাহায্যে ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের অনুরূপ একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঠাকুরের ও বাবাজী মহাশয়ের সেবা মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত দেওয়ান সাহেব কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ, বি, এল, এফ,আর ইকন্, এস,ও এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের এক যোগে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে চালাইয়া আসিতেছি। আমাকে তিনি যে সকল পত্র

মধ্যে মধ্যে লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলে কাহারও কাহারও অসুবিধা হইতে পারে বুঝিয়া উহা এখানে অপ্রকাশিত রাখিয়াছি। ভক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য তিনি কখনই অনুমোদন করিতেন না।

বাবাজী মহাশয়ের নির্য্যানে তাঁহাকে যে অর্ঘ্য দিয়াছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ওহে কৃষ্ণদাস ত্যজি এ শরীর গিয়েছ চলিয়া পেয়ে নিজ বল।
তোমার তরেতে হইয়া অধীর কাঁদিছে এখন বৈষ্ণব সকল॥
কৃষ্ণদাস তুমি শৈশব কালেতে মাতার ক্রোড়েতে থাকিতে যখন।
কতই বেড়াতে কতই খেলিতে কাঁদিতে হাসিতে সদানন্দ মন।
জননী তোমার ভাবেনি কখন তুমি গো তাহাকে কাঁদাবে অকালে।
মাতৃস্নেহে তাই হয়ে অচেতন থাকিত সদাই তবুও মজালে॥
তুমি যবে শিশু ছিলে কৃষ্ণদাস জননী তোমার পাইয়া সান্ত্বনা।
ভুলেছিল দুঃখ দীর্ঘ নিশ্বাস তোমার প্রসূত বিরহ যাতনা॥
তোমার জনক সেই দুঃখ হেতু সংসার ত্যজিয়া ভবের জঞ্জাল।
বসতি করিল মায়া সেতু পারে বহু বর্ষব্যাপি কাটা'ল কাল॥
ইন্দ্র নামে তুমি ভূষিত হইয়া আপনার কার্য্য সাধিবার তরে।
কতদিন ঘরে রহিলে পড়িয়া কেহ না জানিল কি আছে ভিতরে।
কাল পূর্ণ হ'লে গৃহে না রহিলে সংসারের জ্বালা সকলি ঘুচালে।
পিতামাতা মনে পুনঃ দুঃখ দিলে বৈরাগ্য আশ্রয়ে জীবন ভাসালে॥
সুকৃতির বলে সদ্গুরু মিলিলে অতি অল্পদিনে হ'য়ে শ্রদ্ধাবান।
তাঁহার চরণে পরাণ শঁপিলে তোমা হেন জন মহাভাগ্যবান॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা করি পণ ভকতি বিনোদ পদে মাথা ধরি।
ভকতিবিনোদ আশ্রিত জীবন গোপাপাদ পদ্মে দিলে বলি হরি॥
গুরুর কৃপায় প্রীতি শুদ্ধ ভক্তি মনের আবেগে দৃঢ় করি পণ।
গুরুপদ সেবা গুরু অনুগত করিলে যথেষ্ট হ'য়ে একমন॥

গুরুসেবা করি পেলে বহুফল হ'য়ে মায়ামুক্ত আনন্দে অপার
অচিরে ভবের পাসরিলে মল গোলোকে নিবাস হইল তোমার ॥
তুমি শুদ্ধজীব নির্ম্মল হৃদয় জগতে দেখালে অপরূপ ভাব।
শিখালে আপনি হইয়া অজয় রাগদ্বেষ শূন্য ভক্তের স্বভাব ॥
ওহে কৃষ্ণদাস বহু কষ্ট পেলে মায়ার কবলে করিয়া নিবাস
স্বকার্য্য সাধিয়া ঘরে ফিরে গেলে কৃষ্ণাশ্রিত জীব সদা কৃষ্ণদাস ॥
চৈতন্যের দাস তব পরিচয় চৈতন্যবিহীন শুনি কথন।
জীবন সংগ্রামে করি মায়া জয় পাইয়াছ আজি চিহ্নিত ভবন ॥
তোমার উদ্দেশে গাই আজি আমি সে মধুর নাম কণ্ঠের ভূষণ।
গাও সবে মিলি হইয়া নিষ্কামী হরে কৃষ্ণ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
কৃষ্ণনাম যথা হ'তেছে নিনাদ সেই গোপীপুরে বসতি জানিয়া
ললিতাপ্রসাদ ললিতাপ্রসাদ মাগিছে আজিকে তোমার লাগিয়া

তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ চরিত আজ প্রায় ২০ বৎসর পরে মুদ্রিত হইল দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। শুদ্ধ ভক্তির গ্লানি চারিদিকে দেখিয়া সর্ব্বদাই বিশেষ দুঃখ পাই। এক্ষণে সকলে যাহাতে শুদ্ধ ভক্তি শুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে পারেন তজ্জন্য এই পুস্তক দ্বারা অনেকটা সাহায্য হইবে। আমি অত্যন্ত অধম, বৈষ্ণবদাসানুদাসের ও যোগ্য নহি। কপট থর ও পথপাতিব্যতিকর বক ভণ্ড সকল হইতে বৈষ্ণব ঠাকুরগণ আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করুন এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় সহচর শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর প্রচারিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষাগুলি পাঠক মাত্রেই গ্রহণ করুন ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ দাস বৈষ্ণবপদরজপ্রার্থী অকিঞ্চন
শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ চরিত।

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ



শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

জন্ম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে - মৃত্যু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে

শ্রীশ্রীগৌরদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

ঠাকুর

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায়,
হেমাভ দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে ॥
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানু সুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তয়ে।
গদাধর স্বরূপায় চৈতন্য শক্তয়ে নমঃ ॥

দয়াল ঠাকুর প্রভু ভকতিবিনোদ।
যাঁহার স্মরণে শুদ্ধ ভক্তের আমোদ ॥

কলিকবলিত জীব অর্দ্ধমৃত প্রায়।
কাটাইত কাল যবে হয়ে অনুপায় ॥
সে সময়ে অবতীর্ণ নদীয়া জিলায়।
হলেন ঠাকুর মোর অতি দয়াময় ॥
আমার গুরুর কথা অতি চমৎকার।
শুনিয়া জুড়ায় মন বুদ্ধি অহঙ্কার ॥
সে কারণ মম ইচ্ছা বর্ণনা করিয়া।
শুনাই সকল জীবে হিতের লাগিয়া ॥
দুরন্ত এ কলিকাল স্বধর্ম্ম কারণ।
রাখিছে সকল কথা করি আবরণ ॥
কিন্তু যাহা স্বতঃ সত্য তাহারে কেমনে।
চেষ্টা করি লুকাইয়া রাখিবে আপনে ॥
সত্যের বিকাশ সদা প্রস্ফুটিত হবে।
কলির সে সাধ্য নাহি অসত্য করিবে ॥
যেখানে অধর্ম্ম তথা কলির প্রতাপ।
অধর্ম্ম ত্যাগেতে কলি পায় বড় তাপ ॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস স্বরূপ ভুলিয়া।
মায়া পাশে ক্লেশ পায় ভোগেতে মজিয়া ॥
সে সময়ে কলিরাজ সুযোগ খুঁজিয়া।
আবদ্ধ তাহারে করে বাহু প্রসারিয়া ॥
বদ্ধকালে বুদ্ধি করি এড়াইতে চাহে।
কিন্তু কলি জোর করি চাপি রাখে তাহে ॥

পুরাকালে পরীক্ষিত মহারাজ যবে।
কলিকে নিগ্রহ করি শাস্তি দিল ভবে॥
ফাঁপরে পড়িয়া কলি পায় ধরি তাঁর।
মাগি নিল চারি স্থান বসতি তাহার॥
যথায় হইবে দ্যূতক্রীড়া ধূম্র পান।
অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ আর পশুবধ স্থান॥
সেখানে রহিবে কলি প্রচ্ছন্ন ভাবেতে।
দুষ্টাপনা করি রবে তাহার আগেতে॥
তখন দেখিল কলি আরো স্থান চাই।
পুনরায় পায়ে ধরি মাগিল তাহাই॥
পরীক্ষিত মহারাজ স্বভাব মহান্।
যাচকে মাগিলে নাহি করে প্রত্যাখ্যান॥
নিবেদন শুনি দিল আর পঞ্চ স্থান।
যাহা পেয়ে কলি তবে হোল হৃষ্টমন॥
কলিকে বলিল তবে যেখানে দেখিবে।
স্বর্ণ, মদ, কাম, রজ, বৈর এই ভবে॥
সেই স্থানে প্রবেশিবে হইয়া নির্ভয়।
তোমার সে রাজ্য তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
তখন দেখিল কলি কার্য্য সিদ্ধ হোল।
সর্ব্বস্থানে পরাক্রম আপনে পাইল॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের শেষে কলি আসি।
স্থান পেয়ে নিজমূর্ত্তি ধরিলেক বসি॥

এই কলিকালে জীব হ'য়ে আত্মহারা।
বিষম সঙ্কটে রহে ঠিক যেন চোরা॥
কলি আনুগত্য বিনা অন্য গতি নাই।
ভক্তি-ভক্ত সঙ্গ বিনা থাকে কলি ঠাঁই॥
সেই কলিযুগ হয় বহুবর্ষ ধরি।
সকল জীবেরে দুঃখ দেয় বুদ্ধি হরি॥
জীব নানা দুঃখ পায় উপায় রহিত।
এইরূপে কাটে কাল দুঃসঙ্গ সহিত॥
ধন মদে জন মদে সদা মত্ত হ'য়ে।
থাকে জীব চক্ষুহীন অজ্ঞান আশ্রয়ে॥
ভাল মন্দ নাহি বুঝে সদা আত্মম্ভরি।
আপন কল্যাণ নাহি ধরে যত্ন করি॥
এমতে বিস্তৃত হয় পাপরাজ্য তবে।
পশু প্রায় হ'য়ে বদ্ধ জীব ভ্রমে ভবে॥
তাহাদের দুঃখ দেখি ভাবে জনার্দ্দন।
জীব উদ্ধারিতে এবে হবে প্রয়োজন॥
সে কারণ আপনি না আসিলে ধরায়
তমোগ্রস্ত জীব নাহি পাইবে উপায়॥
এমতে চিন্তিল হরি বহু দয়া করি।
জীব মধ্যে প্রকটিব স্বয়ং অবতরি॥
যেমতে আসিল তিঁহ দ্বাপরের শেষে।
সেই ভাবে পুনরায় আসিবে এ দেশে॥

বিষ্ণু অবতার যদি আগে পাঠাইল।
তথাপি তাহার কার্য্যে ফল না হইল॥
বিষ্ণুর আবেশে বুদ্ধ অবতীর্ণ হ'ল।
বৌদ্ধমত প্রচারিয়া দেশ আচ্ছাদিল॥
তাহাতে জীবের কিছু মঙ্গল না হয়।
চারি দিক অন্ধকার ঘটে বিপর্য্যয়॥
দুষ্টমত প্রবেশিয়া ধর্ম্ম করে নাশ।
কেবল নির্ব্বাণ বুদ্ধি শূন্য হলে শ্বাস॥
ঈশ্বরের দয়া তাতে অবরুদ্ধ হয়।
জীবের প্রারব্ধ কর্ম্ম লভে তাহে জয়॥
বৈদিক প্রক্রিয়া আর যত শিষ্টাচার।
লুপ্ত হয় অসরলে বিভ্রমে বিচার॥
লোক সব মিথ্যা জ্ঞানে দর্প মহা করি।
অনন্ত দুঃখেতে মরে বিস্মরি শ্রীহরি॥
এ সকল দেখি পুনঃ ভাবে ভগবান।
জীবের কল্যাণ তরে ঘুচাতে অজ্ঞান॥
তখন পাঠাল সেই শিব শক্তিধর।
শঙ্কর আচার্য্য নামে শুষ্ক জ্ঞানিবর॥
তিঁহ আসি বৌদ্ধমত উপাড়ি সমূলে।
ফেলিলেক দূরকরি ধরিয়া ত্রিশূলে॥
মায়াবাদ প্রচারিয়া বৌদ্ধমত নাশি।
দেখাল জীবেরে পথ সমর্থ প্রকাশি॥

বেদের সকল কথা প্রকাশের ছলে।
স্থাপে জীব ব্রহ্মে লয় বিবর্ত্তের বলে ॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তবে করিল বিবাদ ॥
পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥
বস্তুত পরিণাম বাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥
যে বস্তু যা নয় তাহা সে বস্তু বলিয়া।
প্রতীতি করিতে গেলে বিবর্ত্ত আসিয়া ॥
বুদ্ধি বিগড়য় আর মহাদোষ হয়।
বদ্ধ জীব সেই দোষে দোষী হ'য়ে রয় ॥
তাই বলি বিবর্ত্তবাদ ভ্রম বলি জান।
শঙ্করের মত বলি যদি উহা মান ॥
শঙ্কর সে মত দিল ভাগ্যহীন জনে।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনে নিজে গণে ॥
মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত।
জানিয়াও ভাগ্য দোষে কেহ তাতে রত
স্থাপিয়া সেইত মত ভক্তি কৈল নাশ।
জগৎ হইল তবে অভক্ত আবাস ॥
শিবশক্তিধর হন আচার্য্য শঙ্কর।
অতএব হন তিনি কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥

যদিও বাহিরে তিনি বিভিন্ন প্রকার।
তথাপি জগতে তিনি বিষ্ণুভক্তসার॥
যে সময়ে যাহা চাহি তাহা নাহি হ'লে।
বিষম বিপদ তবে ঘটে সর্ব্বস্থলে॥
সর্ব্বকালে ইহা সত্য জানিবে নিশ্চয়।
তা না হলে বিশ্বকারা সৃষ্টি ব্যর্থ হয়॥
সে কারণ রুদ্ররূপী আচার্য্য শঙ্কর।
বৌদ্ধ মত খণ্ডি খণ্ডি করিল জর্জ্জর॥
অশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মুখে বেদ মানে।
ফল কিছু নাহি দেখে রহি শুষ্ক জ্ঞানে॥
আপনে বৈষ্ণব তিঁহ ভক্তি অভিলাষী।
লোক ভুলাইতে হন মায়াবাদী ন্যাসী॥
সময়ের উপযুক্ত বিচার স্থাপন।
করিলেন দেখাইয়া জ্ঞান বিমোহন॥
ব্রাহ্মণ আচার পুনঃ সমাজে সংসারে।
শ্রুতি মত বলি স্থাপে সকল প্রকারে॥
প্রচারিয়া নীলাচলে বুদ্ধ সঙ্ঘ ধর্ম্ম।
জগন্নাথে সুভদ্রায়ে বলরামে মর্ম্ম॥
কাঁদিলেন হাহা করি কবে দিন হবে।
যবে জগন্নাথ তার চক্ষেতে বসিবে॥
জগন্নাথ অষ্টক শ্লোক রচনা করিয়া।
নিজ দুঃখ জানালেন প্রেমানন্দে হিয়া॥

গোপালের পূজা স্থাপি গোবর্দ্ধন মঠে।
সর্ব্বদাই ধ্যান করে গোপালেরে গোঠে॥
এ সকল কথা অতি মধুর শ্রবণে।
তলাইয়া ভাব যদি দেখিবে আপনে॥
আপনার কার্য্য সিদ্ধি শঙ্কর করিল।
লোকের চক্ষেতে ধূলি দিতে না ছাড়িল॥
জ্ঞানবাদী তবে ল'য়ে তাঁহার বিচার।
খুলি ঢাকা চক্ষে তাহার করিল প্রচার॥
আপনাকে ব্রহ্মাসনে করিল স্থাপন।
এই দুঃখে মহাভ্রমে করেন ভ্রমণ॥
ব্রহ্মলোকে গতি তাঁর কোনক্রমে হয়।
কিন্তু তদুপরি যেতে শক্তি না যুয়ায়॥
পরমাত্মা ভগবান বুঝিতে না পারে।
গোলক বৈকুণ্ঠ স্থান দেখিবারে নারে॥
দ্বৈত বুদ্ধি অভাবেতে অহঙ্কারে বাড়ি।
পড়ে ব্রহ্মলোক হ'তে আসন উপাড়ি॥
তখন তাহারে কেহ না পারে রাখিতে।
ধরাতল রসাতল অন্ত নাহি তাতে॥
সে পতন অসম্ভব শ্রদ্ধা যদি করি।
জ্ঞানযোগী ধীরে ধীরে জ্ঞান পরিহরি॥
অনন্য ভক্তিতে ধরে সাধুসঙ্গ তবে।
তখন অবশ্য তাঁর সুমঙ্গল হবে॥

ঈশ্বরের দয়া তবে লভিবে নিশ্চয়।
ভগবান পদে তাঁকে অবশ্য মিলয়॥
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান যোগ প্রাথমিক শিক্ষা।
অবশ্য তাহারে তুমি না কর উপেক্ষা॥
কিন্তু যত অগ্রসর ভক্তি পথে হবে।
তখনও দুই যোগ সঙ্গে বৃথা রবে॥
ভাল করি ভক্তিপথ যখন ধরিবে।
কর্ম্ম জ্ঞান দুই যোগ আপনে খসিবে॥
তখন দেখিবে তুমি সচ্চিদানন্দ।
কৃষ্ণ পদ ধরি পাবে মহা প্রেমানন্দ॥
এমত সুপন্থা ছাড়ি কেন সর্ব্ব জীব।
বৃথা দুঃখ পথে ঘুরে হইয়া নির্জীব॥
জড়মায়াবদ্ধ হয়ে কলি সঙ্গ করি।
সোজা পথ নাহি দেখে আপনে বিস্মরি॥
শঙ্কর আচার্য্য যবে মায়াবাদ দিল।
তাহার ব্যবস্থা তবে তখনই হইল॥
সঙ্গে সঙ্গে আসিলেক শুদ্ধমত সবে।
মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্ব, রামানুজ তবে॥
মধ্বাচার্য্য দ্বৈতমত জগতে প্রচারি।
ছিঁড়িল শঙ্কর জাল মহাতেজ করি॥
কুঠার মারিল মূলে অদ্বৈতের বাদে।
মড় মড় করি বৃক্ষ পড়িল নিনাদে॥

রাখিতে নারিল তাহা শাঙ্করিকগণ।
মহা দুঃখে তবে তারা করে পলায়ন॥
তত্ত্বমুক্তাবলী তবে গ্রন্থন করিয়া।
মায়াবাদে শত দোষ দিল দেখাইয়া॥
তত্ত্বমসি আদি বাক্যে শুদ্ধ অর্থ দিয়া।
চক্ষু ফুটাইল তবে আঁধার নাশিয়া॥
শারিরক ভাষ্য মত মায়াবাদে পূর্ণ।
অতএব হয় তাহা সম্পূর্ণ অপূর্ণ॥
নিজ ভাষ্য প্রচারিয়া দ্বৈতমত স্থাপি।
উড়াল পতাকা মহা এ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী॥
নিম্বাদিত্য অর্করূপে তেজ পুঞ্জ ধরি।
প্রকাশিল দ্বৈতাদ্বৈত বিনাশিয়া অরি॥
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজ এসে।
ধ্বজা উড়াইয়া স্থাপে দাক্ষিণাত্য দেশে॥
বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্ব প্রচারিল।
দুষ্ট মায়াবাদ মত তখন কাটিল॥
চারি সেনাপতি হয় শ্রীবিষ্ণুর অংশ।
অতএব করে তারা মায়াবাদ ধ্বংশ॥
মহা অস্ত্র তাঁহাদের ভাগবত হয়।
বেদের সিদ্ধান্ত যাতে সর্ব্বদাই রয়॥
ভাগবত গ্রন্থ আর চারি ভাগবতে।
সদাই কল্যাণ করে জীব বাঁচে যাতে॥

ভাগবত গ্রন্থ হয় মুকুটের মণি।
বৈষ্ণবের শিরে রহে অমূল্যের খনি॥
নিগম কল্পতরুর গলিত যে ফল।
অমৃত বলিয়া জান অতি সুবিমল॥
শুকদেব তাহা আনি অমৃত বর্ষিল।
যাহা পেয়ে জীবমাত্র আনন্দে মাতিল॥
সেই ভাগবত হয় গ্রন্থ রসময়।
শুক পায় যেই পড়ে আর আস্বাদয়॥
রসিক ভাবুক জনে আনন্দে মাতিয়া।
মুহুর্মুহু পিয়ে তাহা গড়াগড়ি দিয়া॥
এ হেন অপূর্ব্ব গ্রন্থ উদিল যখন।
ধরাতে ভরিল সদা কল্যাণ তখন॥
তত্ত্বের অচিন্ত্য তত্ত্ব ভাগবত কয়।
সমাধিতে ব্যাসদেবে যাহা লব্ধ হয়॥
যে সকল কথা ছিল লোক অগোচর।
তাহা সব ভাগবত বর্ণিল বিস্তর॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণদাস সম্বন্ধ বুঝিল।
অভিধেয় প্রয়োজন সকলে জানিল॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তের সাধন।
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন॥
কৃষ্ণ হ'তে ব্রহ্মা যাহা জানিতে পারিল।
তাহা আসি অতি যত্নে নারদে বলিল॥

নারদ সে গূঢ় কথা ব্যাসে জানাইল।
দিব্য জ্ঞান পেয়ে ব্যাস তাহাত গাইল॥
সেই গান শুকদেবে উন্মত্ত করিল।
সেই হেতু শুদ্ধ ভক্তি প্রচার হইল॥
ভাগ্যবান জীব তবে ব্যাস কৃপা পেয়ে।
ভাসিল পরমানন্দে অগ্রসর হয়ে॥
বৈষ্ণবের গুরু সেই ব্যাসদেব হন।
যাঁর শিক্ষা পেয়ে জীব হয় শুদ্ধ মন॥
ভাগবত গ্রন্থ তুমি পড় নিরন্তর।
ব্যাস কৃপা অবশ্যই লভিবে বিস্তর॥
চারি ভাগবতে সেই ভাগবত ধরি।
প্রচারিল কৃষ্ণ নাম বিনাশিয়া অরি॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়।
অজ্ঞান করিয়া নাশ প্রস্ফুটিত হয়॥
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ বলি সবে ধায়।
চৈতন্য রস বিগ্রহ নাম সর্ব্বদাই গায়॥
কলিকালে নাম ছাড়া অন্য গতি নাই।
হরিনাম পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত ভাই॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
আর ভাব কৃষ্ণরূপ গুণ লীলাধাম॥
অহর্নিশি হরিনাম গাও শুদ্ধ মনে।
কুটিনাটি ছাড়ি রহ শুদ্ধ ভক্ত সনে॥

চারি সেনাপতি যবে এ সব বলিল।
মানবের মনে তবে সংশয় ঘুচিল ॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্ব ভারতে স্থাপিল।
আপামর পাষণ্ড সব বিষ্ণুভক্ত হ'ল ॥
কুমারিকা হতে সেই সুমেরু পর্য্যন্ত।
ব্যাপিল সমস্ত দেশ হইয়া প্রশান্ত ॥
যদিও প্রভাব তার পূর্ব্বাঞ্চলে এল।
তথাপি তথায় কিছু করিতে নারিল ॥
তামসিক ভাবে রহে বঙ্গবাসিগণ।
তন্ত্রমন্ত্রে পরিপূর্ণ তাঁহাদের মন ॥
বৈদিক আচার শূন্য ভক্তি দূর কথা।
নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কালকাটে তথা ॥
তাহাদের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে ভগবান।
ধরায় আসিতে পুনঃ করিল মনন ॥
বিষ্ণুভক্ত সেনাপতি চারি জনে যাহা।
রাখিল অস্পষ্ট করি বুঝাইতে তাহা ॥
সেই বেদ-মহাবাক্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।
অচিন্ত্য যাহার নাম পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্ব ॥
অবতীর্ণ হইলেন নবদ্বীপ মাঝে।
সপার্ষদ গণে তবে পরিপূর্ণ সাজে ॥
রাধিকার ভাব কান্তি করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণ আস্বাদন হেতু করিয়া মনন ॥

২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ॥
এ সবার পদ আমি মস্তকে ধরিয়া।
সকল বৈষ্ণবে নমি নত শির হঞা॥
প্রভুর আপনগণ গোস্বামী আচার্য্য।
ছয় জন যাঁহাদের পদে মাথা ধার্য্য॥
রূপ সনাতন জীব ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর দাস রঘুনাথ॥
স্বরূপ গোস্বামী আর রায় রামানন্দ।
সদাই রহেন যাঁরা হ'য়ে প্রেমানন্দ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বক্রেশ্বর।
গৌরাঙ্গ সেবক আর যত অনুচর॥
এসবে বন্দনা করি এ সব ভরসা।
আমিত অযোগ্য জীব ইহাঁরই আশা॥
পড়িতে লিখিতে আমি কিছুই না জানি।
ইহাঁরা লিখান যাহা আমি তাহা মানি॥
অধম পামর আমি কিছু নাহি শক্তি।
বৈষ্ণবের পদরজে শিক্ষা মোর ভক্তি॥
সে ভক্তি আশ্রয়ে মোর সর্ব্ব সিদ্ধি হবে।
দামোদর স্বরূপের পদে স্থান রবে॥
গদাই গৌরাঙ্গ আর জাহ্নবা জীবন।
ভকতিবিনোদ প্রভুর যাহা প্রাণধন॥

তাহাই সম্বল মোর আমি অজ্ঞ অতি।
থাকুক আমার সদা প্রভু পদে মতি ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর মোরে সদা কৃপাকর।
দয়া পাত্র বলি মোরে তব পদে ধর ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু দয়ার সাগর।
অভাগা পতিত আমি তোমার কিঙ্কর ॥
কিছু নাহি জানি আমি তুমি মাত্র গতি।
তোমাপদ ধরি জানি মোর নিত্যপতি ॥
নাম দিলে কৃষ্ণদাস কেন নাহি জানি।
অযোগ্য নিকৃষ্ট আমি এইমাত্র মানি ॥
অগতির গতি তুমি দয়া কর মোরে।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে রাখ মোরে ধ'রে ॥
আমার প্রার্থনা তুমি নাহি ঠেল এবে।
দয়া করি ধর পদে কাঁদিতেছি যবে ॥
ভকতিবিনোদপদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা উহাই ভরসা ॥

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাং।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যংদারয়তে বলিংছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ংকুর্ব্বতে॥
পৌলস্তং জয়তে হলংকলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

দয়াল ঠাকুর মোর ভকতিবিনোদ।
যাঁহার কৃপায় আজ জগত-আমোদ।
শ্রীচৈতন্য নিজ জন, ভকতিবিনোদ হন,
শুদ্ধ ভক্তি বিলাইতে মর্ত্তে আগমন।
সবে মিলি করি তাঁর চরণবন্দন॥

সর্ব্বদেব পূজ্য সেই ন'দের ঠাকুর।
যাঁহারে ভুলিয়া মোরা হইত কুকুর॥
তাঁহার দোহাই দিয়া অপধর্ম্ম প্রচারিয়া,
কলির প্রভাবে লোক কতই করিয়া।
বঞ্চনা করিতেছিল অন্যে ঠকাইয়া॥

দয়াল ঠাকুর তবে ভকতিবিনোদ।
কলির প্রভাব নাশ যাঁহার প্রমোদ॥
শ্রীচৈতন্য কৃপা লয়ে, অপধর্ম্ম বিনাশিয়ে,
শুদ্ধ মত পুনঃ স্থাপি জগত তারিল।
অপূর্ব্ব বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হ'ল॥

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি ভক্তবৃন্দ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্রে প্রণতি করিয়া।
দীন হীন আমি কিছু বলি বিবরিয়া॥
দয়াল ঠাকুর মোর ভকতিবিনোদ।
তাঁহার চরণ বন্দি তাহাতে প্রমোদ॥
সে চরণ কৃপাবলে এ পামর ধন্য।
সেই সে আমার বল আমার সে গণ্য॥
তাঁর কৃপা নাহি যাতে কেমনে সে জীবে।
মদ মত্ত রহি সদা আপনে ভুলিবে॥

প্রমত্ত জগত মাঝে দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
আপনাকে প্রতিষ্ঠিবে লোকে যাতে কাঁপে॥
পর দুঃখে সুখী হবে অসুরের ভাব।
পর সুখে দুঃখী হবে তাহার স্বভাব॥
ভগবান ভুলি হবে নিজে ভগবান।
আপন পতন আনি করিবে বিধান॥
চৈতন্য প্রভুর পদে হবে অপরাধ।
তাহাতেই মিটিবেক আপনার সাধ॥
এ সব দুর্জ্জন দেখি মনে দুঃখ পাই।
ভক্তি পথে তাহাদের আনিবারে চাই॥
তাই আমি করযুড়ি করি এ প্রার্থনা।
মোর নিবেদন প্রভু শুনহে আপনা॥
কলিচেলা জীব সব কেমনে তারিবে।
তোমা প্রতি ভক্তি শিক্ষা কবে বা করিবে॥
তুমি যদি দয়া কর তবে ত নিস্তার।
নচেৎ তাদের হবে কেমনে উদ্ধার॥
দয়া করি জীবে লহ গৌরাঙ্গ চরণে।
তাদের কল্যাণ তরে মোর নিবেদনে॥
আমি অতি মূঢ়মতি পাষণ্ড পামর।
আমার কাকুতি প্রভু করহ আদর॥
তুমি না শুনিলে প্রভু কারে নিবেদিব।
গৌর পাদপদ্ম আমি কেমনে লভিব॥

সেই পাদপদ্ম আমি লোক নিস্তারিতে।
কেমনে দেখাব আনি তাহাদের হিতে ॥
তুমি যদি দয়া কর তবেত শকতি।
তা না হ'লে আমি ছার নাহি কোন গতি ॥
তোমার শকতি ধরি আমার সে বল।
গুরু কৃপা ব্যতিরেকে সকলি দুর্ব্বল ॥
সেই বল বিস্তারিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভরিব।
বিমুখ জনেরে আমি শৃঙ্খলে বাঁধিব ॥
সবারে বলাব তবে হরি গুণ গান।
সেই মহামন্ত্র দিব করিয়া সন্ধান ॥
হরিনাম বন্যা হয়ে তারিবে ত্রিলোক।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে গাবে সর্ব্বলোক ॥
তোমার প্রদত্ত শিক্ষা জীব আচরিবে।
ভক্তি পেয়ে তাহাতেই দুর্গতি ঘুচিবে ॥
চৈতন্য চরণে তবে সকলে মজিবে।
অন্য বুদ্ধি নাহি করি চৈতন্য ভজিবে ॥
গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
পাষণ্ড অধম নর চক্ষে ব'বে নীর ॥
দয়াল ঠাকুর সেই চৈতন্য গোঁসাই।
জীব নিস্তারিতে যাঁর প্রকট ইহাঁই ॥
যাঁর সনে তুমি রহ নিত্য লীলা রঙ্গে।
যাঁহার আজ্ঞায় তুমি এসেছিলে বঙ্গে ॥

জীবের কল্যাণ হেতু তুমি ভক্তেশ্বর।
তাঁহার শকতি ধরি হলে কার্য্যকর॥
আমার সৌভাগ্য বড় তাই মূঢ় আমি।
তোমার চরণে আসি পড়েছিনু নমি॥
দয়া করি তুমি কৃপা করেছিলে মোরে।
তাহাতেই গতি আমি পেয়েছিনু ভোরে॥
বিজন কুজন দেশে পড়েছিনু আমি।
দয়া করি টানি নিলে দয়াময় তুমি॥
তোমার কৃপার অন্ত না পারি লিখিতে।
আমার সে সাধ্য নাহি না পারি গাইতে॥
তুমি দিয়াছিলে বল তাহা জোর মোর।
সেই বলে বলীয়ান হইয়া বিভোর॥
তোমার চরণ সেবা করিয়াছি আমি।
তাহাই সম্বল মোর তুমি প্রভু স্বামী॥
লাজ শূন্য হয়ে আমি আত্মকথা গাই।
আমা সম পাপী আর এ জগতে নাই॥
পাপী উদ্ধারিতে এবে গৌরাঙ্গ নিতাই।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ আনন্দ সদাই॥
দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ আসিল তারিতে।
অসুর নিধনে ভার হরণ করিতে॥
কলির সন্ধ্যায় গৌর অবতীর্ণ হ'য়ে।
রাধা ভাব দ্যুতি নিল জগত মাতায়ে॥

সংহার মূরতি ছাড়ি প্রেম বিতরিল।
সেই প্রেম গড়াইয়া জীব নিস্তারিল॥
জগাই মাধাই রূপ অসুর সকলে।
প্রেম দিয়া নিস্তারিল আপনি একলে॥
কাজীরূপী কংশাসুরে আনিল সুমতে।
সকলে জানিল তবে নিন্দিয়া কুমতে॥
যত যত মহাপাপী সব নিস্তারিল।
বারেক গৌরাঙ্গে মতি যাহার হইল॥
'অসুর স্বভাব নর' তাহা খণ্ডাইতে।
তোমার দয়ার শেষ নাহি জগতেতে॥
তাহা না বুঝিল যেবা নিজ কর্ম্ম ফলে।
বঞ্চিল আপনে তবে পড়ি কলি কলে॥
ভক্তি পথ তাহাদের নাহি দেখা দিল।
ভক্তি শূন্য হ'য়ে তারা মরিয়া রহিল॥
ভাবিল আপনা তারা বড় বুদ্ধিমান।
মায়ার কবলে পড়ি গড়াগড়ি যান॥
তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা না রহিল।
জড় মত্ত বিষয়েতে আপনা মজিল॥
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি জ্বরা পুনঃ পুনঃ আসি।
নৃত্য করে মহানন্দে হইয়া উল্লাসী॥
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল নিঃশেষ না হ'তে।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ পাপ পুনঃ আসে তাতে॥

সেই পাপে বদ্ধ হ'য়ে জন্ম জন্মান্তর।
আসুরিক ভাব পূর্ণ ভক্তি শূন্য নর॥
আপনি বিস্মরি ইথে করিল দুর্ম্মতি।
কি আর বলিব আমি না হ'ল সুমতি॥
এইত কহিনু আমি কর্ম্মীর সে কর্ম্ম।
হিতাহিত শূন্য যারা কর্ম্ম যার ধর্ম্ম॥
কর্ম্ম দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি নাহি হয়।
কর্ম্মবশ ভগবান মায়াবাদী কয়॥
ভগবান কর্ম্মাধীন কভু নাহি হয়।
যত কর্ম্ম আছে তার অধীশ সে হয়॥
তাঁহার ইচ্ছায় কর্ম্মনাশ হতে পারে।
কর্ম্মীকর্ম্ম উভয়েই তাহাতে উদ্ধারে॥
ভক্তি পথ যেই জন চিনিয়া ধ'রেছে।
কর্ম্মকর্ম্মী উভয়কে উপেক্ষা ক'রেছে॥
ভগবান ভক্তাধীন সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
ভগবান ইচ্ছা করি রহে ভক্ত কোলে॥
ভক্তের সে ভগবান কর্ম্ম মুক্ত করে।
ভক্ত কর্ম্মাধীন নহে ভক্তি বল ধরে॥
অপরের চক্ষে তাহা কর্ম্ম হতে পারে।
ভক্ত কিন্তু কর্ম্ম শূন্য শাস্ত্রেতে নির্দ্ধারে॥
যে জন ভক্তকে দেখে কর্ম্ম চক্ষে ভাই।
তাহার পাপের সীমা অন্ত নাহি পাই॥

কৃষ্ণের সংসার সদা ভক্তজন করে।
অবোধ মানব বুদ্ধি দেখিবারে নারে॥
হিংসা দ্বেষ পরবশ সেই সব ব্যক্তি।
বৈষ্ণব চিনিতে যার নাহি আছে শক্তি॥
'আত্মবৎ মন্যতে জগত' ভাবে যেই জন।
বৈষ্ণবে অবৈষ্ণব বুদ্ধি হয় যার মন॥
অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব বুদ্ধি যেই জন করে।
কর্ম্মের বিপাক তার ঘাড় চাপি ধরে॥
প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটী লঙ্ঘিতে না পারে।
সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণদাস বুদ্ধি নাহি করে॥
বৈষ্ণব আকৃতি ধরি কর্ম্মাশ্রিত হ'য়ে।
শঠতা করিয়া বুলে আপনে বঞ্চিয়ে॥
সরল ভাবেতে ভাই ভক্তি শিক্ষা কর।
হরি ভজনেতে মন নিষ্ঠা করি ধর॥
গ্রাম্যবার্ত্তা গ্রাম্য কথা পরিত্যাগ করি।
নির্জনেতে হরি ভজ হরিকে স্মঙরি॥
আর যদি সন্ন্যাসীর বেশ তুমি ধর।
বৈরাগীর ধর্ম্ম যদি আচরণ কর॥
তবে রঘুনাথ শিক্ষা শিরে সদা ধরি।
পালিবে চৈতন্য শিক্ষা স্মঙরি শ্রীহরি॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তব হৃদে নাহি ধর।
কনকের দ্বারে কৃষ্ণ পূজা নাহি কর॥
জল তুলসী মাত্র সম্বল যে আজ।
মনকে নিবৃত্ত করা সন্ন্যাসীর কাজ॥
যুক্ত-বৈরাগ্য ভানে সন্ন্যাসী যে জন।
সে জন বৈরাগী নহে সে সঙ্গ বর্জ্জন॥
তবে যদি হও তুমি গোপীভর্ত্তু দাস।
তস্য দাসের দাস তার অনুদাস॥
তবে তুমি বাহিরের সজ্জা ত্যাগ কর।
আপনাকে সন্ন্যাসী বা গোস্বামী না বর॥

১১৪৬ নং ৫/১২/৬৭

লোক দেখান কৃত্য সব যত্নে পরিহর।
বিশুদ্ধ পরমহংস ভাব সদা ধর ॥
শুকদেব সম হও বিষয়ে নির্লিপ্ত।
যুক্ত-বৈরাগ্যে তবে হবে তুমি মত্ত ॥
নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥
সদা হরি নাম করি দিনপাত কর।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা মানসেতে স্মর ॥
কৃষ্ণ নাম বিনা আর অন্য গতি নাই।
অপরাধ শূন্য হয়ে তাহা লহ ভাই ॥
সংসারে থাকিয়া ভাই সংসারে না থাক।
সন্ন্যাসী হইয়া ভাই আসক্তি না রাখ ॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ তৃণসম হইয়া ॥
পাণ্ডিত্যের অভিমান কভু নাহি কর।
মূর্খ বিদ্যাহীন বলি আপনাকে বর ॥
আপনি হইয়া দীন অন্যকে সম্মান।
সর্ব্বদাই দিবে যত্নে না করিবে আন ॥
মারিলেও দীনভাবে ক্রোধ সম্বরিবে।
বৃক্ষের অপেক্ষা সদা সহিষ্ণু হইবে ॥

৩

জড় ভরতের কথা তাহাতে প্রমাণ।
সহিষ্ণুতা নাহি দেখ তাহার সমান॥
দম্ভ মান পরিহার সর্ব্বদা করিবে।
জ্ঞানিজন সঙ্গ সদা যত্নেতে বর্জ্জিবে॥
যে জ্ঞানেতে ভক্তি নাই সেই জ্ঞান বৃথা।
ভাল মতে জান ইথে নাহিক অন্যথা॥
জ্ঞানবাদী মায়াবাদী ভক্তিশূন্য হয়।
সাধুগণ সর্ব্বদাই সে সঙ্গ বর্জ্জয়॥
জ্ঞানবাদিগণ সদা শুষ্ক জ্ঞান তরে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান বুঝিতে না পারে॥
জ্ঞানবাদী চিন্তে সদা ব্রহ্ম যেথা আছে।
পরমাত্মা ভগবানে জ্ঞানী নাহি পোঁছে॥
ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দেখি জ্ঞানবাদী তুষ্ট হ'য়ে।
গোলোক বৈকুণ্ঠ কভু নাহি দেখে চেয়ে॥
বৈকুণ্ঠোপরি গোলোক শ্রীকৃষ্ণের স্থান।
যথায় বিরাজ করে স্বয়ং ভগবান॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দৃষ্টি জ্ঞানীদের নাই।
কেবল জ্যোতিঃতে বদ্ধ তাহারাই ভাই॥
কোথা হতে ঐ জ্যোতিঃ আসিছে লখিয়া।
সন্ধান না করে তারা চোখ ঝলসিয়া॥
বস্তু শূন্য জ্যোতিঃ তারা মনোমধ্যে গড়ি।
আপনাকে ফাঁকি দিয়ে করে হুড়াহুড়ি॥

ব্রহ্মতেজ দেখি জ্ঞানী মনে স্থির করে।
সেও বুঝি জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম হ'তে পারে॥
আপনাকে ব্রহ্ম পদে অধিষ্ঠান করে।
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস একথা বিস্মরে॥
মায়াবাদ সৃষ্টি করি মহাভ্রমে চলে।
সোহং ব্রহ্মাস্মি আদি মহাবাক্য বলে॥
জীব ক্ষুদ্র চিৎকণ্ তাহা ভুলি যায়।
আপনাকে দম্ভ করি করে বৃহৎকায়॥
এইরূপ দম্ভ আসি সর্ব্বনাশ করে।
সে কারণ মায়াবাদ তার বুদ্ধি হরে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী দুইজন রহে দূরে অতি।
যেথা ভগবান থাকে সেথা নাহি গতি॥
ইহা ছাড়া ভণ্ড ভক্ত বহুতর আছে।
ভগবান না রহেন যাহাদের কাছে॥
মুখে বলে আমি ভক্ত কার্য্যে অন্যরূপ।
ভিতরেতে মায়াবাদী বাহ্যে অপরূপ॥
তাহারা ও কর্ম্মী জ্ঞানী ভিন্ন কিছু নয়।
রূপান্তর মাত্র ইথে জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম সব লণ্ড ভণ্ড তাহারাই করে।
ভক্তিশূন্য ভণ্ড চিহ্ন নামান্তরে ধরে॥
ভক্তের যে ভগবান তাহা নাহি জানে।
অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বাহ্যে তাঁরে মানে॥

বৈষ্ণবের চিহ্ন ধরে বৈষ্ণব সে নয়।
গৌরাঙ্গের পদে তারা অপরাধী হয়॥
সেই অপরাধে তারা জন্ম জন্মান্তরে।
বুলয় চৌরাশী কোটী নরক ভিতরে॥
ভণ্ড পাষণ্ডীর মুখ না দেখিবে ভাই।
নির্জ্জনেতে হরিনাম সদা কর তাই॥
যদি ভাগ্যবলে সত্য সাধু সঙ্গ পাও।
তাহা হলে আপনাকে তাঁর পদে লও॥
এইত কহিল ভাই শাস্ত্রের সে কথা।
ইথে ভাল নাহি লাগে যাও যথা তথা॥
বৈষ্ণব হইতে যদি ইচ্ছা কর ভাই।
সাধু সঙ্গ ব্যতিরেকে উদ্ধারত নাই॥
সেই সাধু যথা তথা নাহি মিলে সদা।
কোন কালে কোনক্রমে মিলিবেক কদা॥
বাহ্যিক জগতে তাঁর প্রকাশ না হয়।
কাছে থাকিলেও তাঁরে দেখিতে না পায়॥
সে সকল সাধু নাহি জানে ভণ্ডগিরি।
সৈন্য সাজাইয়া নাহি করে কারিকুরি॥
ভাড়াটিয়া দ্বারা নাহি নাম জারি করে।
বুজরুগী নাহি জানে রহে নিজ ঘরে॥
দোকান পশার তার কিছু নাহি আছে।
ধর্ম্মের ব্যবসা কভু নাহি তার কাছে॥

অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম হয় কভু নাহি বলে।
কৃষ্ণের দোহাই দিয়া অর্থ নাহি গলে॥
মনের উৎকণ্ঠা যবে রাখা নাহি যায়।
দিব্য চক্ষে তবে সত্য সাধুকে মিলয়॥
প্রাণ যবে কাঁদে আর দুঃখে নিবেদয়।
ভগবান দয়া করি সাধুসঙ্গ দেয়॥
কৃষ্ণ নাম সাধুসঙ্গ ভজনের রীতি।
ইহাছাড়া বৈষ্ণবের নাহি অন্য গতি॥
নিষ্কিঞ্চন ভজন উন্মুখ যেই জন।
ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাঁর মন॥
বিষয়ী মিলন আর যোষিৎ সম্মেলন।
বিষপানাপেক্ষা তাঁর বিরুদ্ধ ঘটন॥

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য।
পারং পরং জিগিমিষোর্ভবসাগরস্য॥
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ।
হাহন্ত হাহন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্য সাধু॥

ভকতিবিনোদ পদে শির বিকাইয়া।
গাহিতেছে কৃষ্ণদাস জীবের লাগিয়া॥
ভকতি বিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা, উহাই ভরসা॥

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্ভজামি কলিপাবনং ॥

দয়াল ঠাকুর, ভকতিবিনোদ,
জীব উদ্ধারিতে, যাঁর অধিষ্ঠান।
ভকতের প্রাণ, ভকতের ধন,
হরিনাম দিয়া, নাশিল অজ্ঞান ॥

সে ঠাকুর পদে, অযোগ্য যে আমি,
পাইয়াছি স্থান, এ ভব সংসারে।
এ বড় সৌভাগ্য, মনে গণি আমি,
দাঁড়াতে পেরেছি. তাঁর পদ ধ'রে ॥

আমার সমান, কত অভাজন,
তাঁহার কৃপায়, লভেছে উদ্ধার।
তাঁর পদে স্থান, যে জন পেয়েছে,
তাঁহার নাহিক, ভয় লেশ আর ॥

গৌর নিজ জন, ভকতিবিনোদ,
গৌর পদাশ্রয়, জীবন যাঁহার।
তাঁহারে যে জন, না ধরিল হায়,
কি হবে উপায় বৃথা জন্ম তার ॥

গৌর শিক্ষামৃত, হতেছিল যবে,
লুপ্তপ্রায় ভাব, মনুষ্য অন্তরে।
অধর্ম্ম আচার, ছল ধর্ম্ম শিক্ষা,
ধর্ম্ম ভান করি, ঢুকিল ভিতরে ॥

তখন কেবল, চক্ষু অন্তরালে,
তুই একজন, সাধু মহাজন।
নির্জ্জনে থাকিয়া, ভজনা করিত,
ভুলেছিল সবে ভক্তি মহাধন ॥

ভকতিবিনোদ, দয়াল ঠাকুর,
যেই হরিনাম, ব্রহ্ম হরিদাস।
সদাই গাইয়া, উদ্ধারিল জীব,
তাহাই জগতে, করিল বিকাশ ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্বান্নামনামিনোঃ॥

সে মোর ঠাকুর, পরম দয়াল,
জীব নিস্তারিতে, পথ দেখাইল।
তাই আজি ভবে, হরিনাম ধ্বনি,
গগন ভেদিয়া, জাগিয়া উঠিল॥

ভকতিবিনোদ, কিঙ্কর সকল,
চারি দিকে হরিনাম প্রচারিল।
পথ আগুলিয়া, রহিল তাহারা,
হরিনাম সব, জগত ভরিল॥

আমি সে পামর, সে ধ্বনি শুনিয়া,
জনম লইনু, বাঙ্গালার ভূমে।
ক্রমে বড় হ'য়ে, ভকতিবিনোদ,
পদাশ্রয় করি, ত্যজি নিজঘুমে॥

শিশির প্রমুখ, গৌর ভক্তজন,
ভকতিবিনোদ, পদে মাথা ধরি।
দাদা বলি তাঁহে, তাঁর শিক্ষালয়ে,
হরিনাম রবে, মাতিল যে ভরি॥

ব্রজের সাধন, ব্রজের ভজন,
জগন্নাথ দাস, সিদ্ধ মহাজন।
নবদ্বীপ ধামে, গৌরাঙ্গের স্থানে,
করিল বহুত, হইয়া মগন॥

তাঁর কৃপা লভি, ভকতিবিনোদ,
শিখাল সে শিক্ষা, গ্রন্থিত করিয়া।
নবদ্বীপ ধাম, ব্রজের অভিন্ন
সকল মানবে, বুঝাল বলিয়া॥

ভকতিবিনোদ, শাখা বহু হয়,
ক্রমে ক্রমে তাহা, বিকশিত হবে।
আমি মূর্খ অতি, কি জানি কি লিখি,
তাঁর কৃপা পেয়ে, লিখিব তবে॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় ধন্য সব গৌর ভক্তবৃন্দ॥
ভকতিবিনোদ পদে করিয়া প্রণতি।
বর্ণিব তাঁহার কথা ভক্তে করি স্তুতি॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি গৌর সপার্ষদে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হ'লেন সম্পদে॥

শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভুগণ সনে।
গদাধর শ্রীবাসাদি সব ভক্তধনে॥
হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করি।
পতিত জনেরে তবে উদ্ধারিল হরি॥
সেই হরিনাম মন্ত্র একমাত্র সার।
তাহা বিনা কলিকালে কিছু নাহি আর॥
প্রেমময় ভগবান শ্রীচৈতন্য হরি।
আপামরে বিলাইল কিছু না বিচারি॥
অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥
ভারত ভূমেতে জন্ম হইল যাঁহার।
জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিঁহ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা ভ্রমণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
শ্রীক্ষেত্রের সেনাপতি স্বরূপ রামানন্দ।
যাঁর সঙ্গে পান প্রভু সর্ব্বদা আনন্দ॥
এ সকল বর্ণিয়াছে কবি কৃষ্ণদাস।
কবিরাজ গোস্বামী সে মহান্ উদাস॥

তাঁহার চরণ রেণু পাইবার আশে।
ভক্ত কৃপা ভিক্ষা করি থাকি ভক্ত পাশে ॥
চৈতন্য দাসের দাস সেই কৃষ্ণদাস।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ ॥
শুদ্ধভক্তি কৃপা করি তিঁহ প্রকাশিল।
চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করিল ॥
বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ অপূর্ব্ব রচনা।
যেই পড়ে প্রেম পায় এড়ায় যন্ত্রণা ॥
কৃষ্ণদাস কৃপা যার নাহি লাভ হয়।
আমি জানি সেই জন মহা দুঃখ পায় ॥
চৈতন্যের দাস সেই ছয় মহাজন।
প্রচার কার্য্যেতে যাঁরা স্বেচ্ছাবৃত হন ॥
গোসাঞি গোসাঞি বলি সে ছয় গোসাঞি।
চৈতন্যের কৃপা পাত্র আদি অন্ত নাই ॥
ভগবান লীলা সাঙ্গে অন্তর্ধান হ'লে।
সে ছয় গোসাঞি বসে বৃন্দাবন স্থলে ॥
তথায় বসিয়া সবে আনন্দ ভজনে।
নিত্য লীলা স্ফূর্ত্তি সদা করে মনে মনে ॥
শুদ্ধভক্তি রক্ষা কার্য্য তাঁহারাই জানে।
তাই সে সকল কথা রাখে সংগোপনে ॥
তাঁহাদের সনে রহে ভূগর্ভ গোসাঞি।
লোকনাথ মহামতি রহে যার ঠাঁই ॥

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীরূপ সনাতন দাস রঘুনাথ ॥
এ সবার চরণে মোর কাকুতি প্রণতি।
দয়া করি ভক্তি দিয়া কর মোর গতি ॥
বহুগ্রন্থ তাঁরা সবে রাখিছে লিখিয়া।
যার এককণা লাভে নাচে মোর হিয়া ॥
সে সকল গ্রন্থ হয় বৈষ্ণবের পাঠ্য।
ভক্তির সে রাজ্য হয় দূর করে শাঠ্য ॥
যাহাতে গৌরের কৃপা কিছুমাত্র আছে।
সেইজন যোগ্য হয় গ্রন্থ রাখে কাছে ॥
সেইজন সদা করে তার আলোচনা।
মহাসুখ পায় আর ভুলয়ে আপনা ॥
ক্রমে ক্রমে হয় তার নির্ম্মল সুবুদ্ধি।
আনন্দ সাগরে ভাসে যেন হেমশুদ্ধি ॥
চৈতন্য চরণে হয় তাঁর দৃঢ় মতি।
গৌর বিনা আনে কিছু নাহি করে রতি ॥
প্রেমরতি মহাভাব পূর্ণ তবে হয়।
তখন বৈষ্ণব তাকে জানিবে নিশ্চয় ॥
এইত নিগূঢ় কথা বলিবার নয়।
তথাপি জগত হিতে বলিতেত হয় ॥
গোস্বামী সিদ্ধান্ত ক্রম ভজনের নীতি।
তাহার বিধান শ্লোক পড় করি স্তুতি ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

* ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হইলে সাধু সঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধুসঙ্গফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজনশিক্ষার সঙ্গে নাম মন্ত্র দীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়॥
নামাসক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥
ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটীনাটী দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ॥
উক্ত ছয় গোস্বামী যবে গদি শূন্য করি।
ক্রমে ক্রমে চলিলেক নিজ নিজ পুরী॥

শ্রীজীব গোস্বামী শেষে প্রধান পণ্ডিত।
রক্ষা করে শুদ্ধ ভক্তি হইয়া চিন্তিত॥
কেমনে চৈতন্য শিক্ষা জগতে থাকিবে।
কেমনে সকল জীব উদ্ধার হইবে॥
এই চিন্তা ঘনে ঘনে মনেতে করিয়া।
চৈতন্য চরণে রহে আত্মসমর্পিয়া॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম আর শ্যামানন্দ।
এই তিন আসি তবে করিল আনন্দ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু পণ্ডিত উত্তম।
তাঁহাতে মিলিত হ'ল শ্যাম নরোত্তম॥
ইহাঁদের কথা সব দেখিবে আনন্দে।
প্রেমবিলাসেতে আর গ্রন্থ কর্ণানন্দে॥
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণনা বিস্তর।
করিয়াছে ঘনশ্যাম দাস মনোহর॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রতি শ্রীজীব গোঁসাই।
সকরুণ হ'য়ে দেন যাহা শিক্ষা পাই॥
অপূর্ব্ব চৈতন্য শিক্ষা আর গ্রন্থ রাজি।
কণ্ঠেরভূষণমালা অমূল্য সে সাজি॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি শ্রীনিবাসাচার্য্য।
সে গ্রন্থরাজিরে বঙ্গে আনিবার কার্য্য॥
গ্রহণ করিল হর্ষে নির্ভয় অন্তরে।
নরোত্তম শ্যামানন্দ চলে সঙ্গ ধ'রে॥

সিন্দুকে পুরিল সেই ভক্তিশাস্ত্র সবে।
মহাহর্ষে লয়ে আসে আনন্দ উৎসবে।
বনবিষ্ণুপুরে আসি গ্রন্থ চুরি গেল।
শ্রীনিবাসাচার্য্য তবে ফাঁপরে পড়িল॥
চৈতন্যের খেলা সব কেইবা ভাবিবে।
কেমনে কাহার দ্বারা কি কার্য্য হইবে॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ কাঁদিয়া আকুল।
শ্রীনিবাস ভগ্নোৎসাহে হইল বাতুল॥
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দুঃখে নিমগন।
শ্যামানন্দ প্রভু সনে করিল মনন॥
দেশে গিয়া হরিনাম প্রচার করিবে।
চৈতন্যের শিক্ষা বিনা কিছু না মানিবে॥
আচার্য্য প্রভুর কাছে বিদায় মাগিয়া।
দুইজনে বহু কষ্টে চলে দুঃখে হিয়া॥
এদিকে আচার্য্য প্রভু জানিলেক তথ্য।
শ্রীবীরহাম্বির চুরি করিলেক সত্য॥
বনবিষ্ণুপুর রাজা শ্রীবীরহাম্বির।
লুটপাটে অগ্রগণ্য না হয় সে ধীর॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য তবে বহু যত্ন করি।
তাহাকে আনিল ক্রমে ভক্তি পথে ধরি॥
আচার্য্যপ্রভুর পদে মাথা বিকাইয়া।
শ্রীবীরহাম্বির তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

চৈতন্যের কৃপা লাভ সত্বরে করিল।
যাহা দেখি সর্ব্বলোক মোহিত হইল॥
সে দেশের সব লোক ক্রমে ক্রমে তবে।
চৈতন্যের পদে ভক্তি লভিল গৌরবে॥
বিষ্ণুপুর স্থান সব বৈষ্ণবে পুরিল॥
সে সৌরভ বিস্তারিয়া চৌদিকে ছুটিল॥
এ দিকেতে নরোত্তম খেতুরী আসিয়া।
দীনভাবে ভক্তিভরে দিবস যাপিয়া॥
গ্রন্থের উদ্ধার কথা শ্রবণ করিল।
তবে তার উৎকণ্ঠার মাত্রা নিবারিল॥
ঠাকুর সে নরোত্তম সদাই উন্মত্ত।
ভক্তি দিয়া সর্ব্ব জীবে করিল প্রমত্ত॥
চৈতন্যের কৃপা তবে বিস্তৃত হইয়া।
ছাপাইল বঙ্গদেশে চারি দিক দিয়া॥
শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় বাকি যাহা ছিল।
বহু যত্নে ভক্তিপথ সর্ব্বজীবে দিল॥
এই তিন মহাজন মুখ্য স্তম্ভ হ'য়ে।
দিক্‌পাল ভাবে রহে গৌর শিক্ষা ল'য়ে॥
এ তিনের অবসানে অন্ধকার ব্যাপী।
বঙ্গদেশ হইলেক নিরানন্দ স্থাপি॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু পণ্ডিত শাস্ত্রেতে।
কলাবিদ্যাপটু তিনি হন সর্ব্বমতে॥

অপূৰ্ব্ব কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়া জগতে।
সকলের চিত্ত টানি লন এক মতে॥
পূৰ্ব্ব কালে কালোয়াতি সুরতাল ছিল।
শ্রীআচার্য্য প্রভু তারে নব ভাব দিল॥
যে সুরে যে তালে তালে কীর্ত্তন করিল।
রাণীহাটী বলি লোক তাহাকে বরিল॥
সেই কালে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।
গরাণহাটীর সৃষ্টি করি দেন জয়॥
সে অপূৰ্ব্ব সুরতাল যে শুনিল কানে।
গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইল তাঁহানে॥
নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা যে শুনে।
শুদ্ধভক্তি পায় আর মুগ্ধ হয় গুণে॥
গরাণহাটীর গান অতি সুমধুর।
যেই শুনে চিত্তে সুখ পায়ত প্রচুর॥
আর এক গান সৃষ্টি সেই কালে হয়।
যাহার জনম দাতা মিত্র মহাশয়॥
নৃসিংহবল্লভ নাম রাজুরে নিবাস।
তাঁরে ও ঠাকুর বলি লোকের বিশ্বাস॥
মনোহরসাহীর সৃষ্টি করে সেই জন।
যাহা শ্রবণেতে পশি মুগ্ধ করে মন॥
কাটোয়ার সাতক্রোশ পশ্চিমে সে স্থান।
নরসিংহ বল্লভের যথা অবস্থান॥

ঠাকুর মঙ্গল কৃপা স্বস্ত্রীক লভিয়া।
ময়নাডাল জঙ্গলেতে থাকেন বসিয়া॥
গদাধর পরিবার মঙ্গল ঠাকুর।
নয়নানন্দের শিষ্য করুণা সাগর॥
এমতে জানিবে তুমি গদাধর দয়া।
নৃসিংহানন্দেতে আছে পূর্ণরূপ হ'য়া॥
সেই মনোহরসাহী কীর্ত্তন প্রধান।
আনন্দেতে করে সবে করিয়া সম্মান॥
যেই মহা সংকীর্ত্তন করি প্রবর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু তারে জগজ্জন॥
তার আর তিন ভাব হইল ক্রমেতে।
বৈঠকেতে সে কীর্ত্তন চলিল জগতে॥
সুরতাল ভাঁজি আর আখর মিশায়ে।
খোল করতাল সহ ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে॥
কীর্ত্তনের মধ্যে হয় নামসংকীর্ত্তন।
নৃত্যকরি উচৈচস্বরে করে সর্ব্বজন॥
কীর্ত্তন অপর রূপ নামরস তার।
রসিকের সনে তাহা বিবিধ প্রকার॥
কিন্তু ভাই এক কথা বলি রাখি এবে।
রসিক না হয় কভু জগতেতে সবে॥
সহজিয়া কর্ত্তাভজা বহুত প্রকার।
তাদের মনেতে সদা রসিক আকার॥

খুব সাবধানে ভাই সেই সব জনে।
বিপথে না পড় ভাই ভুলিয়া আপনে॥
জীব কৃষ্ণ নিত্য দাস কভু নাহি ভুল।
রাধাকৃষ্ণ নিজে সেজে বিষ নাহি গেল॥
ভাক্তরসে যদি তুমি ডুবিবে কখন।
কভু না তরিবে ভাই হইয়া মগন॥
উদ্ধার উপায় ভাই না হবে তখন।
মায়াজালে হাবুডুবু খাবে অগণন॥
তাহার জ্বালায় তবে আপনি পুড়িবে।
বিষপান তদপেক্ষা ভাল মনে হবে॥
আমার বচন ভাই দৃঢ় মনে রাখ।
সে সব লোকের সনে কভু নাহি মাখ॥
তাহারা কখন নহে রসিক সুজন।
আপন তমতে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ॥
রসিক যে জন হয় শুদ্ধভক্তি করে।
সাধু মহাজন পথ সদা অনুসরে॥
তত্ত্বভ্রম করে যেই সে বড় অসার।
বেরসিক বলি তারে কহিতেত পার॥
গৌরের নিকট তারা অপরাধী বড়।
প্রবঞ্চনা মাত্র সার ভিতরেতে দড়॥
শিষ্ট শাস্ত্র সদাচার বাহিরেতে করে।
ভিতরেতে জড়কামী মায়াগর্ত্তে মরে॥

বাহিরেতে ভাব ভঙ্গী কত সদাচার।
মায়ার নফর তারা করে অনাচার ॥
সেই সব জন হয় গৌরাঙ্গবিরোধী।
গৌর শিক্ষা নাহি মানে বড় অপরাধী ॥
মহাজন শিক্ষা তারা সদা কথা কয়।
কিন্তু নিজে কর্ত্তা হ'য়ে কর্ত্তা ভুলে রয় ॥
সদাই অশুদ্ধ অর্থ করে নিজ মতে।
সোজাপথে নাহি চলে কামমত্ত তাতে ॥
সে জন কামুক হয় রসিক কেমনে।
তেলে জলে মিশেনাকো মিশালে যেমনে ॥
শুদ্ধ ভক্তি কর ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজি।
বৈষ্ণবের পদাশ্রয়ে ভক্তিরসে মজি ॥
ভকতিবিনোদ পদে শরণ লইয়া।
শুদ্ধ ভক্তি লভ ভাই বৈষ্ণব হইয়া ॥
ভকতিবিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা উহাই ভরসা ॥

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণোহি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসাবয়ং
কৃষ্ণেনাখিল সদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ড সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি মধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যজং লোকসংঘাত নালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরমাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু জীবে দয়া ক'রে।
শুদ্ধভক্তি দাও সবে যাতে যায় ত'রে ॥
মায়াবাদী তামসিক জনে দিয়া শিক্ষা।
উদ্ধার করহ প্রভু এই মোর ভিক্ষা ॥
উপধর্ম্ম ছলধর্ম্ম সকলই কুকর্ম্ম।
তাতে নাহি ভক্তিপথ কেবল অধর্ম্ম ॥
সনাতন ধর্ম্মভানে অপকর্ম্ম করে।
তাহাতেই তাহারত জ্বলি পুড়িমরে ॥
চৈত্যনের শিক্ষা যাহা তাহা নাহি মানে।
নিজের কল্পিত শিক্ষা প্রচারে অজ্ঞানে ॥
ধর্ম্ম কভু নাহি হয় মনের মতন।
কঠোর চৈতন্য শিক্ষা না করে গ্রহণ ॥

যাহা মনে আসে ভাই তাহাই প্রকাশে।
চৈতন্যের শিক্ষা বলি তুলিয়া আকাশে ॥
গৌর প্রচারিত তত্ত্ব সেই নাহি জানে।
কিন্তু তাই আপনাকে বড় করি মানে ॥
তত্ত্বপ্রচারক বলি নাম সেই লয়।
প্রতারণা কার্য্য তার তত্ত্ব নাহি হয় ॥
এই সকল জনে ভাই খুব সাবধান।
পার যদি কর তার তখনই বিধান ॥
নিদ্রাভাঙ্গি তার সঙ্গ তখনই বর্জ্জিবে।
দূরে গিয়া বিষ্ণুস্মরি হরিনাম লবে ॥
চৈতন্য দোহাই দিয়া যে জন কুপথে।
মানবে লইতে চাহে কণ্টক বিপথে ॥
তাহার সমান পাপী জগতেতে নাই।
হলাহল পূর্ণ তাহে সে নহে গোসাঞি ॥
খৃষ্টান ধর্ম্মেতে আছে 'শয়তান' কথা।
জানিবে সে 'শয়তান' না হয় হয় অন্যথা ॥
লোক ভুলাইতে তার জন্ম এ সংসারে।
নিজেত বিষমপাপী, পাপী সবে করে ॥
সেইজন ঘুষ খেয়ে সর্ব্বনাশ করে।
জগৎ জ্বালাতে পারে কার্য্যসিদ্ধি তরে ॥
আপনিত ঘুষ খায় পাপ কর্ম্ম করে।
অপরকে ঘুষ দিতে আর চেষ্টা ধরে ॥

সাধুব্যক্তি নাহি ভিড়ে তাহার মতেতে।
তাহাতে বিষম জ্বালা তাহার গাত্রেতে॥
সাধুজন প্রতি করে শত্রুতা তখন।
পথ পরিষ্কার করে যাহাতে মরণ॥
সুপ্রচ্ছন্ন ছলধর্ম্মী এই সব জন।
এদের কথাতে কভু নাহি দিবে মন॥
ইহাদের দল পুষ্টি অনায়াসে হয়।
সাধুজন সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গে রহয়॥
নিঃসঙ্গে থাকিয়া সদা হরিনাম করে।
সাধু সঙ্গ পাইলেই সেই সঙ্গ ধরে॥
অতিবড়ী নেড়ানেড়ী রসিক যাযক।
সহজিয়া দরবেশ কিশোরীসাধক॥
আউল বাউল কর্ত্তাভজা আর যত আছে।
মায়াবাদপুষ্টকারী যাইও না কাছে॥
যেইজন এ সকলে বলে গৌর শিক্ষা।
শুনি মাত্র তার বাক্য করিবে উপেক্ষা॥
জানিবে সে মহাশত্রু চৈতন্য বিরোধী।
চৈতন্যের পদে হয় ভারি অপরাধী॥
গৌরনাম ল'য়ে তার দোকান পসার।
ফোক্কাকার ভিতরেতে সকলি অসার॥
গৌরাঙ্গের কৃপা লব তাহাতেত নাই।
জানিবে নিশ্চয় তুমি মোর কথা ভাই॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বড় শকত ঠাকুর।
ছিদ্র নাহি দেন তাঁর শিক্ষার ভিতর॥
ছোট হরিদাস কথা সদা মনে ধর।
যোষিৎসঙ্গ-সঙ্গিসঙ্গ কভু নাহি কর॥
ওহে প্রভু দয়াময় দেখেছি তোমায়।
ঐ সকল জনে সদা করিতে বিদায়॥
অসাম্প্রদায়িক মত যত কিছু হয়।
তোমাকে দেখিলে তারা পায় অতি ভয়॥
বৈষ্ণব বলিয়া তারা বহুদিন হ'তে।
গোঁজামিল দিয়া চলে জড় সংসারেতে॥
অলক্ষিত ভাবে তারা ভুল পরিচয়ে।
বৈষ্ণব সমাজে মেশে ছদ্মবেশী হ'য়ে॥
জড়াশ্রিত জন সব সেইভাব দেখি।
বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা করে তত্ত্ব নাহি লখি॥
ভেবেছিল তারা সবে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
অসৎ আচার আর অতি অপকর্ম্ম॥
ভাবেনিকো তারা মনে জানেনিকো তারা।
চৈতন্যের তত্ত্ব শিক্ষা বড় মনোহরা॥
নিগূঢ় চৈতন্য শিক্ষা যেন শুদ্ধ হেম।
মিশ্রিত না হয় তাহা মাত্র শুদ্ধ প্রেম॥
সে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের প্রধান।
জ্ঞানী মুনি ঋষি যাঁর অন্ত নাহি পান॥

কোথায় অদ্বৈতবাদ কোথাদ্বৈত বাদ।
সর্ব্ববাদ মিলে আসি ঘুঁচিয়া বিবাদ॥
বাদাবাদ হারমানে যেই তত্ত্ব কাছে।
সেই সে উজ্জ্বল তত্ত্ব ইহাতেত আছে॥
বারেক যে ঢুকিয়াছে গৌর শিক্ষা তত্ত্বে
অবশ্য হয়েছে মুগ্ধ তাহার মহত্ত্বে॥
তুমি প্রভু যবে এই ধরাতে আসিলে।
কত শত অজ্ঞানের চক্ষু ফুটাইলে॥
শিক্ষিত সমাজে তবে আদর হইল।
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্ব সকলে জানিল॥
তোমার লিখনী স্রোত স্রোত ফিরাইল।
অজ্ঞ জ্ঞানী সকলেই আনন্দে ভাসিল॥
জানিল বৈষ্ণব তত্ত্ব সর্ব্বোপরি সার।
নষ্ট লোক যারে ক'রে ছিল ছারখার॥
তুমিত ছাড়ালে সব অবৈষ্ণব মত।
দেখিল সকল লোক পরিষ্কার পথ॥
গোঁজামিল দেওয়া তবে বিপদ হইল।
ছল ধর্ম্ম অপধর্ম্ম সব পলাইল॥
যার প্রতি গৌরাঙ্গের হয় কৃপোদয়।
সেইত দেখিতে পায় আর মুগ্ধ হয়॥
ছলধর্ম্ম অপধর্ম্ম কারী সব জন।
তোমার বিপক্ষ বলি হইল গণন॥

ভকতের তেজ তারা কিছুই না জানে।
ছলধর্ম্মে ছদ্মবেশে আপনাকে আনে॥
তাহাতে পুড়িয়া মরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া।
যমদণ্ড তাহাদের রাখে আগুলিয়া॥
সে সকল জনে ঘোর বিপদ জানিবে।
মায়ার পিশাচী তারে কভু না ছাড়িবে॥
তাহারা চিন্তয়ে মনে বড়ই চতুর।
ফাঁকি দিয়া ভগবানে হবে না ফতুর॥
জড়মায়া তাহাদের ভগবান হয়।
সেই মায়াজালে প'ড়ে মৃত প্রায় রয়॥
তোমার সে উপদেশ যদি তারা লয়।
অচিরে উদ্ধার হবে নিশ্চয় নিশ্চয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ এই বঙ্গদেশে।
হরিনামে উদ্ধারিল সবে অবশেষে॥
এ কথা যদি না জানে দিন যবে রয়।
তবেত ভুগিবে তাতে অন্যে কিছু নয়॥
এখনো আছেত দিন মনে নিষ্ঠা করি।
যদি জীব পড়ে তব চরণ উপরি॥
তবেত কল্যাণ তার ইথে নাহি আন।
ভক্তিপথ ধরিলেত যাবে যথা স্থান॥
নচেৎ ভ্রমিবে ভাই অরণ্য ভিতরে।
আগা নাই শেষ নাই শূন্য পথ ধ'রে॥

কুশিক্ষা সুশিক্ষা ভাই জগতেতে আছে।
যার যাতে মন লয় সেই তাতে গেছে॥
গোরার দোহাই দিয়া কুশিক্ষা প্রচার।
যেবা করে নাহি যায় শুদ্ধভক্তি ধার॥
জগদানন্দের কথা রাখ ভাই মনে।
কুটীনাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণে॥
গোরাকে ধরিতে হ'লে তব দয়া চাই।
ভকতিবিনোদ প্রভু কিসে কৃপা পাই॥
দয়াকরি বল মোরে দয়াল ঠাকুর।
গৌর শিক্ষা যাহা তুমি দিয়াছ মধুর॥
কেমনে লভিব আমি সেই শিক্ষা এবে।
তব দয়া নাহি পেলে বৃথা দিন যাবে॥
দুষ্ট বুদ্ধি মিথ্যাবাদী ঠগ বহুজন।
নিজ মত চালাইয়া করে প্রবঞ্চন॥
মুখে বলে গোরা শিক্ষা সেই সব হয়।
কিন্তু কোনকালে ভাই তাহা কভু নয়॥
গোস্বামী সিদ্ধান্ত নহে সেই সব কথা।
আপনার মনোমত গড়ে যথা তথা॥
মনে করে ফাঁকি দিবে গোরাকে সে জন।
গোরা অন্তর্যামী জানে সে ফাঁকি কেমন॥
চিত্ত শুদ্ধ হ'য়ে ভাই গোরা আজ্ঞা পাল।
গোরা শিক্ষা জগতেতে করহ বাহাল॥

গোরার আচার আর গোরার চরিত।
সদাই রাখিবে মনে যদি চাহ হিত ॥
লোক চক্ষে গোরা ভজা চিহ্ন নাহিধর।
গোপনেতে অত্যাচার কিছু নাহি কর ॥
বহু অঙ্গ আছে ভাই ভজন সাধনে।
অপরাধ শূন্য হয়ে থাকহ আপনে ॥
যদি ভাই কর তুমি কৃষ্ণ নামাশ্রয়।
জানিবেক সর্ব্বাপেক্ষা তাহা শ্রেয় হয় ॥
কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন।
বহু অঙ্গ সাধনে ভাই নাই প্রয়োজন ॥
ভকতিবিনোদ মোর দয়াল ঠাকুর।
দয়া করি দিয়াছেন সে নাম মধুর ॥

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥
ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশংব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥

নামৈব পরমামুক্তি র্নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমাস্থিতিঃ ॥

নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমামতিঃ।
নামৈব পরমাপ্রীতি র্নামৈব পরমাস্মৃতিঃ ॥

নাম্নৈব কারণং জন্তো নাম্নৈব প্রভুরেবচ।
নাম্নৈব পরমারাধ্যং নাম্নৈব পরমোগুরুঃ।

"কৃষ্ণ বলে শুন অর্জ্জুন বলিব তোমায়।
শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায়॥
সেই নাম মম হৃদি সদা বর্ত্তমান।
নাম সম ব্রত নাই, নাম সম জ্ঞান॥
নাম সম ধ্যান নাই, নাম সম ফল।
নাম সম ত্যাগ নাই, নাম সম বল॥
নাম সম পুণ্য নাই, নাম সম গতি।
নামের শক্তি গানে বেদের নাহিক শকতি॥
নামই পরমামুক্তি, নামই পরমাগতি।
নামই পরমাশান্তি, নামই পরমাস্থিতি॥
নামই পরমাভক্তি, নামই পরমামতি।
নামই পরমাপ্রীতি, নামই পরমাস্মৃতি॥
জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু।
পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু॥"
গুরু কৃপা পেয়ে ভাই শুদ্ধ নাম কর।
নামেতে পাইবে সিদ্ধি বিশুদ্ধ অন্তর॥
ভকতিবিনোদ পদে মাগ ভাই ভিক্ষা।
যাহাতে লভিবে তুমি গৌর কৃপা শিক্ষা॥
গৌরাঙ্গের নিজজন ভকতিবিনোদ।
না পারি করিতে আমি তাঁর ঋণ শোধ॥

দয়াল ঠাকুর তিনি অগতির গতি।
গৌর দয়া আনি দেন শুদ্ধ ক'রে মতি ॥
নিতাইর নাম হাট তাঁর কাছে আছে।
সেই নাম পাবে মাগ যদি তাঁর কাছে ॥
শ্রদ্ধা মূল্যে বিকাইতে হাটের পত্তন।
শ্রীগোদ্রুমে করিয়াছে করিয়া যতন ॥
নিতায়ের কৃপা ভাই বিনা গতি নাই।
তাঁহার কৃপায় ভাই নাম কিন্তে পাই ॥
মূল মহাজন হন প্রভু নিত্যানন্দ।
দয়াল ঠাকুর তাঁর করিতে আনন্দ ॥
নামহট্ট বসাইল পাপী তারিবারে।
সেই নাম জগভরি সর্ব্বত্র প্রচারে ॥
নাম ব্যাপ্ত হই তবে আঁধার নাশিল।
পাপীতাপী জীব সব তাতে ত'রে গেল ॥
কীর্ত্তনের রোল তবে গগনে উঠিল।
হরিনাম ভিন্ন আর কিছু না রহিল ॥
কলিকাতা রাজধানী বাদ নাহি দিল।
গলি ঘুজি ঘরে ঘরে নাম প্রকাশিল ॥
নাম বিস্তারের তরে ব্যাধি সংক্রামক।
জড়েতে উদয় হ'য়ে হইল ব্যাপক ॥
'পেলেগ' নামেতে তারে লোকেতে বলিল।
মহামারী মহাব্যাধি সকলে দেখিল ॥

ত্রাহি ত্রাহি বিষ্ণু বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
বলিয়া সকল লোক করিল ক্রন্দন ॥
ভবরোগ জ্বালা যেই নাম নিবারয়;
তুচ্ছ দেহ রোগ তবে কি করে উপায় ॥
মানবের দুঃখে নাম হইল উদয়।
সে নামেতে শ্রদ্ধা করি লোকে ত্রাণ পায় ॥
কীর্ত্তনীয়া দল বহু গঠন হইল।
খোল করতালে নাম নর্ত্তন করিল ॥
বাঙ্গলার সর্ব্বস্থানে পল্লীতে পল্লীতে।
নাম ভিন্ন অন্য রব না পাই শুনিতে ॥
হরি হরি বলি সবে বাহু তুলি গায় ॥
আনন্দেতে নাচে আর ইতি উতি ধায় ॥
দেশ মধ্যে এই ভাব হইল যখন।
ঠাকুরের মনোভাব পুরিল তখন ॥
মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং ॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥
শুদ্ধ নামে মতি তবে বহু লোক পেল।
ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ নাম প্রকাশ পাইল ॥
স্বার্থক সে নামহট্ট আনন্দবাজার।
যাহা হ'তে শুদ্ধ নাম হইল প্রচার ॥

গভর্ণর মহামতি শ্রীউড্‌বরণ।
দেশ মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিল যখন॥
মহামারি প্রকোপেতে দেশ নষ্ট হল।
উদ্ধার উপায় তবে মনন করিল॥
অগ্রেতে ভাবিয়াছিল ব্যবস্থা কঠিন।
করিয়া রক্ষিবে দেশ বুদ্ধি সে প্রবীন॥
বঙ্গের শাসন ভার যাঁর হস্তে রয়।
প্রাচীন সে বুদ্ধিমান সর্ব্বদাই হয়॥
কঠিন ব্যবস্থা করা শক্ত কার্য্য নয়।
ইহা ভাবি পুনঃ চিন্তে সেই মহাশয়॥
প্রাচীন প্রাচীন ব্যক্তি দেশে যারা ছিল।
তাঁহাদের যুক্তি নিতে মনস্থ করিল॥
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সারজন্ জিজ্ঞাসে নির্জ্জনে।
বুদ্ধিমান কর্ম্মবীর দুই চারি জনে॥
তাঁহারা যে যুক্তি দিল শুনিয়া আপনে।
বিচার করিল সিদ্ধ নয় মনে মনে॥
আমার প্রভুকে যবে সম্মুখে পাইল।
মন খুলি ধীরে ধীরে তাঁরে জিজ্ঞাসিল॥
কি করা কর্ত্তব্য হয় এহেন বিপদে।
রাজ্য চলা দায় হয় এ বড় আপদে॥
লোক সব মরি যায় পীড়িত হইয়া।
মানবের শক্তি নাহি রাখিতে ধরিয়া॥

সকল কৌশল যাহা মনুষ্য অধীন।
তাহার ব্যবস্থা যত হয় সমীচীন॥
তাহা সব হইয়াছে বলি জানাইল।
আর কি উপায় আছে তাঁরে জিজ্ঞাসিল॥
আবার বলিল তাঁরে রাজ্য রক্ষা তরে।
ইচ্ছা আছে কলিকাতা রাখে বদ্ধ করে॥
একথা শুনিয়া মোর দয়াল ঠাকুর।
ভকতিবিনোদ প্রভু বলে সুমধুর॥
কড়াকড়ি যত কর কিছু নাহি হবে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু না সম্ভবে॥
মনুষ্যের কার্য্য নহে করিতে বিধান।
ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র হবে সমাধান॥
কলিকাতা বদ্ধ করা কিছু কার্য্য নহে।
সবে মাত্র অপযশ আনায়ন তাহে।
হরিনাম করিবারে অনুমতি দাও।
নাম প্রচারেতে বাদ কভু নাহি হও॥
কলিকাতা মহাস্থল বহু জনাকীর্ণ॥
গৃহাদি বাগিছা রাস্তা তাহাতে বিস্তীর্ণ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বস্থানে যদি হয় তবে।
অবশ্য পালাবে প্লেগ সে স্থানে না রবে॥
সকল কল্যাণ মূল হরিনাম হয়।
হরিনাম বিস্তারিলে কিছু নাহি ভয়॥

জীবের উদ্ধার সহ দেশ শুদ্ধ হবে।
ঈশ্বরেতে মতি হবে আনন্দেতে রবে ॥
এতশুনি ছোটলাট চিন্তিল অন্তরে।
সাধু বাক্য সত্য কথা আছয়ে ভিতরে।
যত কিছু মনে ছিল সব উলটিল।
হরিনাম প্রচারের বাদ না সাধিল ॥
বড় বড় মহারথী তবে ডাকি নিল।
হরিনাম করিবারে নিভৃতে বলিল ॥
শত শত দল তবে প্রস্তুত হইল।
হরি নাম মহামন্ত্র সহরে জাগিল ॥
শিশির ও মতিলাল নিশান ধরিল।
গৌরাঙ্গ নিতাই ভাবে মাতিয়া উঠিল ॥
মহামারি হরিনাম শ্রবণ করিয়া।
স্বধামে চলিয়া গেল উদ্ধার হইয়া ॥
দেশ তাহে রক্ষা পেল হরিনাম বলে ॥
কত মূঢ় জন তাহে সাধু পথে চলে ॥
এই মতে হরিনামে ছাপাইল দেশ।
যাঁহার মহিমা গানে নাহি পাই শেষ ॥
পেলেগ কমিল কিন্তু হরিনাম প্রভা।
চারিদিকে বিস্তারিয়া পাইলেক শোভা ॥
তার মধ্যে কয় জন উচ্চ হরি নাম।
সর্ব্বদাই মুখে আনি কাটাইত যাম ॥

উত্তম কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া লইল।
কীর্ত্তনের রোল তারা বজায় রাখিল ॥
কিন্তু তারা শুদ্ধাশুদ্ধ শ্রীনাম মহিমা।
তখনও জানে নাই কোথা তার সীমা ॥
সে সকল জন মধ্যে শ্রী চরণদাস।
কীর্ত্তন করিতে যার মনেতে উল্লাস ॥
উচ্চরবে সংকীর্ত্তন শিখে ভাল মতে।
যাহাতে মাতাতে পারে জড়ীয় জগতে ॥
যেই নাম মুখে আসে সেই নাম করে।
তাতে ও মাতায় দেশ আর সব নরে ॥
তত্ত্বাতত্ত্ব না বুঝিয়া নাম মাত্র কয়।
লোকের মনেতে সুখ তাতে উপজয় ॥
লোক সব অজ্ঞ হয় ভিতরে না দেখে।
গৌর শিক্ষা বিরুদ্ধ সে না বুঝিয়া শিখে ॥
কলিকালে মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম।
যাহা হয় এ জগতে সর্ব্ব গুণধাম ॥
সেই মহামন্ত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জীব নিস্তারিতে দিল পৃথ্বীকরি ধন্য ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
এই মহামন্ত্র যারা বিকৃত করিল।
প্রভু আজ্ঞা বিরুদ্ধতা সে কার্য্য হইল ॥
হরেকৃষ্ণ হরেরাম নিতাইগৌর রাধে শ্যাম।
বলিয়া যে করে নাম তাহে তত্ত্ব ভ্রম ॥
না বুঝিয়া না জানিয়া তত্ত্ব ভ্রম করি।
চালাইল নিজ কথা দেশ গ্রাম ভরি ॥
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব নহে নিতাই গৌরেতে।
সম্পূর্ণ অশুদ্ধ তত্ত্ব জানহ মনেতে॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম আর রাধাশ্যামে।
তত্ত্ব ঠিক আছে ভাই শ্রদ্ধা কর নামে ॥
গোপাল গুরুর কৃত সিদ্ধান্ত যে বাক্য।
মান তাহা শুদ্ধভক্তি নিষ্ঠা করি ঐক্য॥
'চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবান।
নাম রূপে অবতার এইত প্রমান ॥
অবিদ্যাহরণ কার্য্য হৈতে নাম হরি।
এতএব হরে কৃষ্ণ নামে যায় তরি ॥
কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী শ্রীরাধা আমার।
কৃষ্ণমন হরে তাই হরা নাম তাঁর ॥
রাধাকৃষ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ।
হরে কৃষ্ণ শব্দে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ॥

আনন্দ স্বরূপ রাধা তাঁর নিত্য স্বামী।
কমললোচন শ্যাম রাধানন্দকামী ॥
গোকুল আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।
রাধাসঙ্গে সুখাস্বাদ সর্ব্বদা সতৃষ্ণ ॥
বৈদগ্ধ্য সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্ত লীলেশ্বর।
শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম।
যুগললীলার চিন্তা কর অবিরাম ॥

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণঃ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতং।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥'

নিতাই গৌরেতে নহে রাধাশ্যাম ভাব
সঙ্কর্ষণ অবতার নিতাই প্রভাব ॥
যদি ভাই গদাধর গৌরেতে মিলাতে।
তাহা হ'লে শুদ্ধ নাম হইত জগতে ॥
ইথে যদি কিছু ভাই সন্দেহ রাখিবে।
অনুনয় করি ভাই সুপথ ধরিবে ॥

সাধুপদাশ্রয় ভিন্ন তত্ত্ব নাহি স্ফুরে।
তাই আমি সাধি তোমা সাধুপদতরে ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরাঙ্গের বন্ধু।
গৌর কৃপা লভি হন করুণার সিন্ধু ॥
পড়ে দেখ তাঁর লেখা 'প্রেমবিবর্ত্ত' ভাই।
তাহ'লে ফুটিবে চক্ষু আর দুঃখ নাই ॥
পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা অবশ্য লভিবে।
তত্ত্বের বিরুদ্ধ বাক্যে শ্রদ্ধা নাহি রবে ॥
পণ্ডিতের উক্তি এই লিখি আমি হেথা।
গুরু জ্ঞানে নাহি লও যাও যথা তথা ॥
"গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন্ কিছু মুখে না আইসে অতঃপর ॥
গদাই-গৌরাঙ্গে মুঞি রাধাশ্যাম জানি।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ বৃন্দাবন মানি ॥
যশোদানন্দনে আর শচীরনন্দনে।
যে জন পৃথক দেখে সে না মরে কেনে ॥"
এ সকল কারণেতে না পারি থাকিতে।
অবশ্য বলিতে হয় ব্যথা লাগে চিতে ॥
"তত্ত্ব ভ্রম চতুষ্টয় বড়ই বিষম।
স্বীয়তত্ত্বে ভ্রম আর কৃষ্ণতত্ত্বে ভ্রম ॥
সাধ্য-সাধনেতে ভ্রম বিরোধী বিষয়ে।
চারিবিধ তত্ত্বভ্রম বদ্ধ জীবচয়ে ॥"

সেই তত্ত্বভ্রম করি শ্রীচরণদাস।
বদ্ধজীবে ভ্রমপথে লয় মায়াপাশ ॥
তাহার গুরুর কৃপা পূর্ণ রূপে তাহে।
অবশ্য বিকাশ নহে কৃষ্ণদাস কহে ॥
আমার গুরুর পূজ্য জগন্নাথ দাস।
তাঁর কৃপা সেই ব্যক্তি করেছিলে আশ ॥
সিদ্ধমহাজন শিষ্য গৌরহরি দাস।
শুদ্ধ ভক্তি যাঁর মনে সদাই প্রকাশ ॥
তাঁর দুই শিষ্য হয় যাদব মাধব।
যাদব চঞ্চল চিত্ত প্রশান্ত মাধব ॥
নির্জ্জনে মাধব দাস হরিনাম করি।
ভজন আনন্দে যাপে কৃষ্ণকে স্মওঁরি ॥
এদিকে যাদব দাস কীর্ত্তন করিয়া।
আনন্দে যাপেন দিন ভাবেতে থাকিয়া ॥
গুরুদত্ত নাম তবে পরিত্যাগ করে।
রাধারমনচরণদাস নাম ধরে ॥
এমতে দেখিবে ভাই ভিতরের কথা।
গুরু প্রতি অপরাধ তাহাতেই ব্যথা ॥
সেই অপরাধে ভাই তত্ত্বভ্রম করি।
হরিনাম মহাবাক্য আপনি বিস্মরি ॥
সংক্ষেপ করিল তারে নিজবুদ্ধি মত।
অজ্ঞলোক মূর্খলোক যাহাতে সম্মত ॥

মহাবাক্যে তত্ত্বভ্রম যখন হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি লোপ তাহার পাইল॥
কিন্তু তাতে শুদ্ধ বীজ পূর্ব্ব হ'তে ছিল।
তাহার বলেতে সাধু সঙ্গ স্পৃহা হ'ল॥
নিজের বিভ্রম দেখি মোর প্রভুপদে।
আসি জাপটিয়া ধরে উদ্ধারের স্বাদে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু দয়াল ঠাকুর।
আর্ত্তিজনে কভু নাহি করে দূর দূর॥
কতদিন ধরি তারে বহুশিক্ষা দিল।
শিক্ষালভি চরণদাস বিভ্রম বুঝিল॥
ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা যবে পুনঃ উপজিল।
তবেত ঠাকুর তারে কৃপা-ভক্তি দিল॥
নীলাচলে সিন্ধুতীরে ভক্তিকুটিরেতে।
শুদ্ধ ভক্তি শিখাইল আনন্দ মনেতে॥
চরণদাসের তবে ভক্তি-চক্ষু খুলে।
আপন বিভ্রম তবে আপনিত বলে॥
একদিন প্রভুপদে মস্তক রাখিয়া।
নিজ দোষ সংশোধিতে মনন করিয়া॥
ভিক্ষামাগে কি করিয়া এড়াইবে ভ্রম।
নামে স্থাপিয়াছে যাহা অসম্ভব ভ্রম॥
হয়েছে দেশে প্রদেশে প্রচার সে নাম।
সকল লোকেতে গায় অহোরাত্র যাম॥

বুঝে নাকো তারা সবে কি নাম গাইছে।
মনের হরিষে তারা আনন্দে নাচিছে॥
এখন যদি বা বলি ও নামেতে ভুল।
তাহাতে ঘটিবে তবে বিষম সঙ্কুল॥
যদি বা নিকট-ব্যক্তি সাবধান হবে।
গ্রামে গ্রামে বিদেশেতে কেমনে জানিবে॥
একবার যাহা ঠিক বলি বাহিরিছে।
কেমনে সে মুখে পুনঃ বলি তাহা মিছে॥
নিজের সিদ্ধান্তে তবে দোষ বাহিরিবে।
সিদ্ধান্তবিহীন বলি লোকে গালি দিবে॥
এমত সঙ্কটে মোরে করহ উদ্ধার।
তুমি বিনাগতি নাহি জানহ আমার॥
তত্ত্ব কথা বুঝিবার লোক নাহি আছে।
তুমিত এখন গুরু বলি তোমা কাছে॥
ভাগ্যে মুঞি তব পদে পেয়েছিনু স্থান।
শুদ্ধ ভক্তি তত্ত্ব কথা শুনিতেছে কান॥
এতদিনে হইলেক হৃদয় বিশুদ্ধ।
তোমা কৃপা ব্যতিরেক সকলি অশুদ্ধ॥
তত্ত্বের আচার্য্য তুমি সপ্তম গোসাঞি।
তোমা পদ লাভ ভিন্ন আর গতি নাই॥
নির্জ্জনে থাকিয়া তুমি হরিনাম কর।
চক্ষুর আড়ালে থাকি মহাশক্তি ধর॥

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্বে তুমিত প্রবীন।
তোমা ছাড়া আর সব হয় অর্ব্বাচীন॥
বহুদেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু বড় দুঃখ।
ভক্তিতত্ত্ব শূন্য সব নাহি পাই সুখ॥
আমার গুরুর গুরু জগন্নাথদাস।
এবে ক'রেছেন তিনি নিত্যলীলা বাস॥
বৈষ্ণবমুকুটমণি এবে তুমি হও।
গৌরচন্দ্র নিজ-শক্তি অন্য কেহ নও॥
তুমি যবে অপ্রকট ধরায় হইবে।
আকুল পাথারে লোক হাবু ডুবু খাবে॥
তোমার লিখিত গ্রন্থ হইবে সম্বল।
যাহা পড়ি লোক সব মনে পাবে বল॥
আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধারহ তুমি।
তোমা বিনা গত্যন্তর জানিনাকো আমি॥
জগন্নাথদাস কৃপা তোমাতেত আছে।
তাই আমি মাগি কৃপা তব পদ কাছে॥
তত্ত্বভ্রম মহাভ্রম এবে জানিয়াছি।
তাই তব পদ প্রান্তে আশ্রয় লভেছি॥
এত কথা নিবেদন যবে সে করিল।
ভকতিবিনোদ প্রভু তারে উত্তরিল॥
শ্রদ্ধা ভক্তি যদি তব থাকে কিছু মনে।
তবে আমি কিছু বলি শুনহ আপনে॥

হরিনাম মহামন্ত্র অতি শুদ্ধ হয়।
তাঁহাকে বিকৃত করা ভাল কার্য্য নয়॥
যা হবার হইয়াছে তুমি কি করিবে।
অতঃপর হরিনাম মহামন্ত্র লবে॥
চেষ্টা কর বলিবার শুদ্ধ হরিনাম।
বত্রিশ অক্ষর ষোল নাম হরি নাম॥
তাহাতেই পূর্ব্ব দোষ তোমার খণ্ডিবে।
নিতাইয়ের দয়া তুমি তাহাতেই পাবে॥
নিতাইয়ের কাছে তুমি হও অপরাধী।
তাঁর কৃপা পেতে আর না হও বিরোধী।
নিতাই করিলে দয়া তোমার নিস্তার।
নিশ্চয় জানিবে এই বচন আমার॥
নিত্যানন্দে তত্ত্বভ্রম তোমার হয়েছে।
সেই ভ্রমে অপরাধ তোমাতে রয়েছে॥
এখনো যদিবা তুমি না বুঝিয়া চল।
'স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান' তোমার সম্বল॥
শুনহে চরণদাস আমি যাহা বলি।
তোমার কল্যাণ হেতু জানিবে সকলি॥
জগন্নাথদাস কৃপা রয়েছে তোমাতে।
খর্ব্ব নাহি কর তুমি তাহা সাধ্য মতে॥
অন্যথা করিলে পরে স্খলিত হইবে।
স্খলিত জনের ন্যায় মহাদুঃখ পাবে॥

নিতাই গৌর রাধাশ্যাম একতত্ত্ব নয়।
গদাইগৌর রাধাশ্যাম একতত্ত্ব হয়॥
অতি সাবধানে তুমি তত্ত্বকে ঘাঁটিবে।
নচেৎ বিপদ হবে একথা জানিবে॥
শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে তত্ত্বের বিরোধ।
বজ্রসম শেল হানে নাহি করে রোধ॥
বৈষ্ণবের মনে যদি তুমি দাও ব্যথা।
তাহলে বিষম ফল, না হবে অন্যথা॥
তত্ত্বের বিরুদ্ধ বাক্য বৈষ্ণব না শুনে।
জ্বলে পুড়ে দুঃখ পায় পশিলে শ্রবণে॥
সে দুঃখ জ্বালার ফল অবশ্য ফলিবে।
তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী তাহাতে ভুগিবে॥
জ্ঞানশূন্যে নাহি কর বৈষ্ণব অপরাধ।
বৈষ্ণবের সাথে লাগি নাহি কর বাধ॥
আপনাকে কর যদি বৈষ্ণবাভিমান।
তা'হলেও তত্ত্বভ্রম না কর বিধান॥
এতকথা যদি তবে চরণ শুনিল।
বিষম ফাঁপরে দেখে আপনি পড়িল॥
ভকতিবিনোদ পায়ে প্রণমি তখন।
উঠিলেক ভক্তিভরে শুদ্ধ করি মন॥
মনে মনে সদা চিন্তি এ সকল কথা।
পাইতে লাগিল তবে চিত্তে বহু ব্যথা॥

ক্ষিপ্ততা আসিয়া তবে তারে আচ্ছাদিল
পাগলের ন্যায় সেই বেড়াতে লাগিল ॥
সেই ভাবে রহি পায় বৈষ্ণব প্রসাদ।
শিষ্যগণ নাহি জানে হ'য়ে অবসাদ ॥
এদিকেতে পূর্ব্বাশ্রম গৃহিণী তাহার।
একান্ত চিত্তেতে ত্যজে আহার বিহার ॥
মায়াপুর যোগপীঠে অনন্য শরণে।
রহিয়া মাগয়ে ভিক্ষা গৌরাঙ্গ চরণে ॥
ছয়মাস সেই ভাবে রহি সেইস্থানে।
স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খা ভিন্ন নাহি জানে ॥
এ সকল কথা হয় অযোগ্য কথন।
তথাপি বলিতে হয় হ'য়ে সাবধান ॥
গৌরেতে নিতায়ে দুঁহে বিষ্ণুতত্ত্ব হয়।
মধুরলীলার কথা তাহাতে না রয় ॥
কানাই বলাই বৃন্দাবনে যেই রূপ।
গৌরাঙ্গ নিতায়ে নবদ্বীপে সেই রূপ ॥
শ্রীমতীর সহ যবে শ্রীকৃষ্ণ মিলন।
বলাই রহেন অন্য লীলাতে মগন ॥
তত্ত্বের বিরুদ্ধ কথা জগতে স্থাপিলে।
শুদ্ধভক্তি নাশ হয় তাহা বিস্তারিলে ॥
প্রভুর কৃপায় আমি যে বল পেয়েছি।
সেই বলে বলীয়ান হ'য়ে বলিতেছি ॥

পরাণ থাকিতে আমি কেমনে শুনিব।
তত্ত্বের বিরুদ্ধ কথা শেল বিদ্ধ হব॥
ওহে প্রভু দয়াময় দয়া করি মোরে।
শক্তি দাও যাতে আমি দাঁড়াইব জোরে॥
ভক্তির বিরুদ্ধ বাক্য কানে না শুনিব।
ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য চক্ষে না দেখিব॥
চারিদিকে ভক্তিশূন্য হয়েছে এ ধরা।
দয়া করি তব সাথে লও মোরে ত্বরা॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে ভয়।
ভক্তির করিয়া ভান করে অপচয়॥
ইহাতে আমিগো মনে মহাদুঃখ পাই।
শরীর রাখিতে মোর কিছু ইচ্ছা নাই॥
তোমাকে না দেখি মোর পরাণ কাঁদিছে।
কোথা যাব কি করিব সদাই ভাবিছে॥
দয়া মাগি তব পদে আমি মতি হারা।
কৃষ্ণদাস অতি দীন হয়েছি অধীরা॥
ভকতিবিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা, উহাই ভরসা॥

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ॥
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

দয়াল ঠাকুর প্রভু ভকতিবিনোদ।
তোমার কৃপায় ধরা করিছে আমোদ ॥
আমি অতি হীনমতি তব কৃপা পেয়ে।
কতবলধরে ভক্তি দেখিতেছি চেয়ে ॥

তোমার দাসের দাস আমি যোগ্য নই।
তথাপি তোমার কৃপা বঞ্চিত না হই॥
আমার সৌভাগ্য তাহা যাহার বলেতে।
তব পদরজঃরেণু ধরেছি মাথেতে॥
ঐ পদ বিনা আর অন্য গতি নাই।
চক্ষুঃযদি থাকে তবে দেখিবেত ভাই॥
ধরিলে তোমার পদ গৌরাঙ্গ মিলিবে।
গৌরাঙ্গ মিলিবে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ পাবে॥
গৌররূপে কৃষ্ণ আসি হইয়া উদয়।
জীব নিস্তারিতে হন মহা দয়াময়॥
রাধিকার অঙ্গকান্তি সে গৌর দেহেতে।
সদাই খেলিছে ভাই মন হরে যাতে॥
রূপানুগ ভাবে থাকি জগতে দেখালে।
কৃষ্ণ সেবা আস্বাদন তাহাতে করিলে॥
আমরা অযোগ্য প্রাণী কেমনে বুঝিব।
সে বড় নিগূঢ় কথা কেমনে জানিব॥
জড়েতে প্রমত্ত হয়ে রহিয়াছি মোরা।
সচ্চিদ্ আনন্দভাব সে কেমন ধারা॥
তাই মাগি তব কৃপা ওহে দয়াময়।
ভকতিবিনোদ প্রভু জানহ নিশ্চয়॥
তব কৃপা নাহি পেলে কেমনে জানিব
তব কৃপা ব্যতিরেকে অন্ধ হয়ে রব॥

তুমিত ফুটাবে চক্ষু তবেত ফুটিবে।
ফুলের সৌরভ তবে আঘ্রাণে পশিবে॥
তোমা ছাড়া যদি কেহ লম্ফ দিতে চাহে।
কভু না পৌঁছিবে সেই গৌরপদ তাহে॥
হাত পা ভাঙ্গিয়া তবে পড়িবে ধরাতে।
চূর্ণ হবে দেহ তার দর্প যাবে তাতে॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার বড়ই পামর।
নতুবা কেন যে তারা লঙ্ঘিবে সাগর॥
মায়ার পিশাচী কেন তাহে ধরি লবে।
শৃঙ্খলেতে বাঁধি কেন যতনে রাখিবে॥
সে শৃঙ্খল ছাড়াইতে সাধ্য নাহি জান।
ভক্তকৃপা ব্যতিরেকে গতি নাহি আন॥
কৃষ্ণ সে ভক্তের প্রাণ ভক্তে কৃপা করে।
ভক্ত যবে ডাকে তাঁরে আর্ত্ত উচ্চৈঃস্বরে॥
তুমিত ঠাকুর মোর দয়ার সাগর।
মোরে উদ্ধারিবে তুমি জানিয়া পামর॥
আমার দুর্গতি তুমি জান মহাশয়।
তব পদে পড়িয়াছি উদ্ধার আশায়॥
তুমিত লইয়া যাবে গৌরপদে মোরে।
যে পদে বিকাই মাথা তব পদ ধ'রে॥
গৌর পদ বিনা আর কি আছে জগতে।
সেইত পরমপদ জানি সর্ব্বমতে॥

ইথে অন্য বুদ্ধি যদি মনে তব জাগে।
সাবধান হও ভাই সকলের আগে॥
সরল অন্তরে ভাই মন ধুয়ে ফেল।
শাঠ্য কপটতা তাহে কভু নাহি গেল॥
সরলতা শূন্য আর শাঠ্য কপটতা।
প্রমাদ ঘটায় ভাই জানহ বারতা॥
বাহিরেতে যোগী সাজ ভিতরেতে অন্য।
তাহাতে হইবে তুমি অধমাগ্রগণ্য॥
শঠ লোক বাহিরেতে প্রশংসা করিবে।
অন্তরেতে ঘৃণা করি থুতু গালি দিবে॥
সেই থুতু গালি খেয়ে সদ্গতি তোমার।
কভু নাহি হবে ভাই না হবে উদ্ধার॥
নরকে পচিবে ভাই সাধু সাজ সেজে।
খলের দুর্গতি পাবে পুড়ি নিজ তেজে॥
খল তেজ ভাল নয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তি তেজ সম্মুখেতে তাহা দগ্ধ হয়॥
বিষিকিষণের কথা দেখিবেক পড়ি।
ভক্ততেজ পারে তাকে ছিঁড়িতে উপাড়ি॥
কপট স্বভাব হয় সে বিষিকিষণ।
আপনাকে বিষ্ণু বলি করয় মনন॥
ভক্তের কাণেতে যবে এ কথা পশিল।
যোগ বলে কপট সে খল ধ্বংস হ'ল॥

নিষ্কপটে হরিনাম যদি ভাই করে।
সাধুসঙ্গ তাহে মিলে সর্ব্ব সিদ্ধি ধরে ॥
সেই হরিনাম গৌর দিল তোমার কাণে।
প্রাণভরি গাও নাচ নাহি চাহ আনে ॥
গৌরগত প্রাণ ছয় গোস্বামীর হয়।
প্রাণভরি হরিনাম প্রচারে নির্ভয় ॥
শেষেতে থাকিল সেই শ্রীজীব গোস্বামী।
গৌরের নিশান ধরে হ'য়ে অন্তর্যামী ॥
শ্রীজীব গোস্বামী যবে অন্তর্ধান হ'ল।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত হইল ॥
তিঁহ বহু শাস্ত্র লিখি শ্রীকৃষ্ণের কথা।
বহু যত্নে প্রচারিল তাহা যথাতথা ॥
শুদ্ধ ভক্তি রহিলেক তাঁর স্থানে মাত্র।
ক্রমে অন্ধকার বৃদ্ধি হইল সর্ব্বত্র ॥
ছলধর্ম্ম অপধর্ম্ম উপধর্ম্ম সব।
ক্রমেতে পাইল স্থান করি কলরব ॥
কলির সে চেলা সব চক্ষুঃ ঢাকি রাখে।
মায়াগর্ত্তে ঘোরে লোক কিছু নাহি দেখে ॥
বিশ্বনাথ অন্তর্ধানে কলিজীব যত।
মাথা চড়াইয়া স্থাপে নিজ নিজ মত ॥
যত কিছু করিলেক শ্রীনিবাসাচার্য্য।
নরোত্তম শ্যামানন্দ জগতেতে ধার্য্য ॥

সে সকল ক্রমে ক্রমে বিলোপ হইল।
ভণ্ড নেড়ানেড়ী দল জাগিয়া উঠিল ॥
নিষ্কিঞ্চন ভক্তমাত্র দুই চারি জন।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥
গোরাচাঁদ বৃক্ষ তাহে সজীব রহিল।
ভক্তিপ্রাণ জীব মাত্র দেখিতে পাইল ॥
তাঁহারাই তাঁহাদের কৃপালাভ করি।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শুদ্ধ নাম ধরি ॥
বহির্ম্মুখ দল তবে প্রবল হইল।
তাহাদের ভয়ে সর্ব্ব জগত কাঁপিল ॥
তখন বলিল লোক চারি সম্প্রদায়।
বিষ্ণু ভক্ত মাত্র আছে অন্য কেহ নয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব নাহি মানে তারা।
গণ্ডগোল করি বুলে হ'য়ে বুদ্ধিহারা ॥
বিষ্ণু মধ্ব রামানুজ নিম্বার্ক জগতে।
চারি সম্প্রদায় মাত্র তাহাদের মতে ॥
চৈতন্যের পদে তারা করি অপরাধ।
দম্ভকরি লম্ফ দেয় না গণে প্রমাদ ॥
শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ তা তারা বুঝে না।
দলাদলি ল'য়ে তারা করে হানি হানা ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিত ॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

আপন বিপদ আনি ঘটায় আপনা।
বুদ্ধি লোপ পেয়ে তারা নাহি শুনে মানা॥
এমত হইল যবে দেশে ছন্নমতি।
দামোদরে পাঠাইল নাশিতে দুর্গতি॥
দামোদর পণ্ডিত সে উৎকল নিবাসী।
চৈতন্যেতে দৃঢ় ভক্তি হয় ব্রজবাসী॥
চৈতন্যের কৃপা দৃষ্টি তাঁহার উপরে।
পূর্ণরূপে রহিয়াছে দেখ স্তরে স্তরে॥
অপূর্ব্ব গ্রন্থের রাজি তিঁহ যা লিখিল।
সকল বৈষ্ণব তাহা মস্তকে ধরিল॥
জয়পুরে গোবিন্দজী অদ্ভুত বিকাশ।
জয়পুরাধিপ যাঁর রক্ষক ও দাস॥
তাঁহার সেবকগণ চৈতন্যের ভক্ত।
আর কিছু নাহি জানে চৈতন্যানুরক্ত॥
গোবিন্দ জীউর কথা অতি সমধুর।
বৃন্দাবনে ছিল সেবা তাঁহার প্রচুর॥
ম্লেচ্ছগণ যবে সেই বৃন্দাবনে এল।
জয়পুরাধিপ তাঁকে লয়ে পলাইল॥

ঔরঙ্গজেবের নাম সর্ব্বজন জানে।
মন্দির চূড়াতে আলো দেখে বৃন্দাবনে॥
দিল্লিতে বসিয়া আলো প্রচুর দেখিল।
তৎক্ষণাৎ তাতে তার চক্ষুঃ ঝলসিল॥
অজ্ঞান সে তমসাচ্ছন্ন কিছু না বুঝিল।
কুপিয়া তাহার বার্ত্তা তবেত পুছিল॥
হিন্দুর বিদ্বেষী সেই বাদসাহ হয়।
হিন্দুর মন্দিরে আলো গাত্রে নাহি সয়॥
সকালেতে উঠি তবে মন্ত্রী ডাকাইল।
কোথায় কাহার আলো ভালত জানিল॥
শুনিল সে নাম তার বৃন্দাবন ধাম।
যথায় বৈষ্ণবগণ করে হরিনাম॥
গোবিন্দ জীউর তথা মন্দির অত্যুচ্চ।
মানসিংহ মহারাজ ধনে মানি তুচ্ছ॥
নির্ম্মাণ করিল যাহা মনোমুগ্ধ হয়।
আক্‌বর আজ্ঞা তাতে ছিলত নিশ্চয়॥
এত যদি মন্ত্রিবর কহিল তাহাকে।
হিন্দুর বিদ্বেষী সাহ না মানে কাহাকে॥
ভাঙ্গিতে হুকুম দিল মন্দির তখনি।
উঠিল জগতে তবে হাহাকার ধ্বনি॥
জয়পুরাধীশ তবে সে কথা শুনিল।
গোবিন্দের রক্ষা কার্য্য মনন করিল॥

গোবিন্দের দাস সেই গোবিন্দের কার্য্য।
মস্তকে ধরিয়া করে যাহা অনিবার্য্য॥
বাদসাহ সনে বাদ করা ভাল নয়।
চিন্তিয়া সে মহারাজ অন্য পন্থা লয়॥
গোবিন্দজী গোপীনাথে স্বদেশে লইয়া।
লুকাইয়া রাখে রাজা হৃষ্ট চিত্ত হঞা॥
মদনমোহন মূর্ত্তি তবে চলি গেল।
করোলির রাজা তবে তাঁর কৃপা পেল॥
গোবিন্দজী গোপীনাথ মদনমোহন।
যাঁদের অবজ্ঞা করি ম্লেচ্ছের নিধন॥
বাদসাহ সৈন্য তবে হুড়মুড় করি।
বৃন্দাবনে আসিলেক দুষ্ট বল ধরি॥
ভাঙ্গিল মন্দির সেই অত্যুচ্চ প্রধান।
গোবিন্দ জীউর যাতে ছিল অবস্থান॥
দেখিতে না পেল তারা ঠাকুর বিগ্রহ।
দেশ ভস্ম করি তারা পাইল নিগ্রহ॥
সেই পাপ স্পর্শে তবে সেই বাদসায়।
মোগল বংশের তাতে সর্ব্বনাশ হয়॥
এ দিকেতে মহারাজ জয়পুরাধীশ।
আমোদে থাকিল ল'য়ে জগত অধীশ॥
গোবিন্দজিউর সেবা সাধ্য মত করে।
গোবিন্দ জিউকে রাখি আপনার ঘরে॥

চৈতন্যের উপাসক বৈষ্ণব সকল।
গোবিন্দের পূজা করে চৈতন্য সম্বল॥
গোবিন্দের সেবা ক'রি দিনপাত করে।
পাণ্ডিত্যের কথা তারা মনে নাহি ধরে॥
গণ্ডগোলে লোক যবে বাদ উঠাইল।
চারি সম্প্রদায় ছাড়া অন্য না মানিল॥
রাজার কাছেতে তারা নালিস করিল।
সম্প্রদায়ী শূন্য লোকে পূজারী হইল॥
পূজারী বলিল তবে বিনয় করিয়া।
চৈতন্যের সম্প্রদায় চৈতন্য ধরিয়া॥
পুরুষানুক্রমে মোরা গোবিন্দ পূজারী।
ইহা ছাড়া অন্য কথা বলিতে না পারি॥
সম্প্রদায় শূন্য মোরা কোন মতে বল।
কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ভুক্ত মোরাদল॥
এত যদি কহিলেক পূজারী তখন।
রাজার মনেতে হ'ল সন্দেহ পত্তন॥
বলিলেক রাজাতবে শুনহে পূজারী।
বিচার হইবে মোর সভাতে ইহারি॥
পণ্ডিত আনহ তোমা সম্প্রদায় ভুক্ত।
খণ্ডিতে পারিবে যেই বাক্যে যুক্তি যুক্ত॥
ইহা শুনি দুঃখী হ'য়ে চলে সে পূজারী।
ব্রজবাসিগণে বলে করিয়া বিস্তারি॥

দামোদর পণ্ডিতেরে সকলে সাধিল।
জয়াপুরে গিয়া তিঁহ সুযুক্তি স্থাপিল।
চৈতন্যের ধ্বজা পুনঃ উড়িল আকাশে।
ব্রজবাসিগণ মনে তবে দুঃখ নাশে॥
জয়পুরাধীশ তাতে সন্তুষ্ট অন্তরে।
বলদেব নামে ডাকে সেই দামোদরে॥
বিদ্যাভূষণ উপাধি তবে তারে দিল।
গীতা ভাগবত ব্যাখ্যা তাহাতে করিল॥
বেদান্তের ভাষ্য তিঁহ লিখিল তখন।
গোবিন্দের ভাষ্য নাম বৈষ্ণবের ধন॥
গোবিন্দের কৃপালাভ করিয়া সে জন।
শুদ্ধ ভক্তি জগতেতে করিল স্থাপন॥
ভকতিবিনোদ প্রভু তাহাকে টানিয়া।
ভাষাভাষ্য প্রকাশিল এদেশে আনিয়া॥
শ্যামলাল গোস্বামীকে দিল মহাধন।
গোবিন্দের ভাষাভাষ্য সেই মহাজন॥
শাস্ত্রেতে প্রবীণ সেই শ্যামলাল হয়।
শুদ্ধ ভক্তি বিনা কথা কিছু নাহি কয়॥
গোঁসাঞি ছাপিল তাহা নিজ নামাঙ্কিতে।
পুরিল মনের সাধ প্রভুর চিত্তেতে॥
শ্রীকৃষ্ণগোপাল'ভক্ত নামে একজন।
মুদ্রাঙ্কনে সহায়তা করে গ্রন্থধন॥

স্বয়ং গীতাভাষ্য ছাপি তারিল জগৎ।
বলদেব ভাষ্য তবে হইল মহৎ॥
উড়ীয়া গৌড়ীয়া সবে সেই শিক্ষা পে'ল।
তমসাচ্ছন্ন আঁধার তাহাতে নাশিল॥
গীতা ব্যাখ্যা অপরূপ সকলেই করে।
শুদ্ধ ভক্তি ধার দিয়া ব্যাখ্যা নাহি ধরে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু তাহাদের তরে।
ভক্তি ব্যাখ্যা আনি দিল প্রতি ঘরে ঘরে॥
সে সব চৈতন্য কৃপা জানহ নিশ্চয়।
গোরা কৃপা ব্যতিরেকে কিছু নাহি হয়॥
দয়াল ঠাকুর মোর গোরানিজজন।
তাঁর পদে লও মাথা শুদ্ধ করি মন॥
অবশ্য লভিবে তুমি গৌর ভক্তি দয়া।
হবে তুমি শুদ্ধ ভক্ত কাটিবেক মায়া॥
ঠাকুরের গ্রন্থ পড় শুদ্ধ চিত্ত মনে।
অবশ্য পাইবে দেখা তুমি তাঁর সনে॥
ভক্তিভরে যদি তুমি পুজহ তাঁহারে।
অবশ্য পাইবে কৃপা বিশ্বাস আমারে॥
গোস্বামীর গ্রন্থ সব মন্থন করিয়া।
ভকতিবিনোদ প্রভু দিয়াছেন গিয়া॥
তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সব যে যে গ্রন্থে হয়।
বাঙ্গালা ভাষাতে তার প্রচার করয়॥

তাঁহার লেখনী তাতে অবিশ্রান্ত চলে।
মনুষ্যের শক্ত্যতীত শুদ্ধ ভক্তি বলে॥
যদি চাহ শুদ্ধ ভক্তি শিখিবারে ভাই।
অহরহ একমনে পড় শুন তাই॥
বিদ্যাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে চর্চ্চা তত যাবে বেড়ে॥
অবিদ্যা বিনাশ হবে বিদ্যাধন পেলে।
গৌরাঙ্গের কৃপালাভ হবে তার বলে॥
তখন জানিবে ভাই ভজন আনন্দ।
ক্রমে ক্রমে ঘুচি যাবে অনর্থাদি মন্দ॥
অপসর্গ উপসর্গ সব নাশ হবে।
ভজন আনন্দে তাই সর্ব্বদাই রবে॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তবে স্ফুরিবে অন্তরে।
অনুভব হবে তবে চিল্লীলা ভিতরে॥
সচ্চিদানন্দানুভূতি তখন করিবে।
মায়াতে বিতৃষ্ণা তবে আপনে হইবে॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা বুঝি ল'বে।
চিদানন্দে মজি তবে কৃষ্ণকে পাইবে॥
মুই ছার কৃষ্ণদাস আমিত অজ্ঞানী।
ঠাকুরের কৃপা ছাড়া কিছুই না জানি॥
নাচি গাই হরিনামে মত্ত সদা রই।
ভকতিবিনোদ প্রভু পদ প্রান্তে ধাই॥

সে পদ সম্বল মোর সেই মোর বল।
তাহা ধরি পাই আমি গৌর পদতল ॥
সেই পদতলে মোরে আছাড়ি আছাড়ি।
কাঁদিয়া আকুল হই সে পদ না ছাড়ি ॥
যদি কভু গুরু প্রতি অবজ্ঞা করিব।
অবশ্য তাহার ফলে দুর্গতি লভিব ॥
তখন গৌরের পদ হইবেক ভারি।
চলিবেনা মোর ভবে আর জারি জুরি ॥
স্বপ্নেও না ভাবি আমি সেই ভাব পাব।
গুরুকৃপা হ'তে কভু বঞ্চিত হইব ॥
সর্ব্বনাশ নাহি চাহি করিতে আমারে।
গুরুদেব দয়া করি রাখ মোরে ধ'রে ॥
তুমিত দেখাবে মোরে রাধাকৃষ্ণ লীলা।
যেমত খেলাবে তুমি খেলিবত খেলা ॥
তাই তব পদ আমি জাপটিয়া ধরি।
মাথে করি রাখি আর কেঁদে কেঁদে মরি ॥
অগতির গতি তুমি অনাথের বন্ধু।
ত্রাণ করিবারে পার এই ভবসিন্ধু ॥
গৌরাঙ্গের নিজজন তুমি মহাশয়।
গৌরাঙ্গের তত্ত্বকথা তোমা কাছে রয় ॥
গৌরাঙ্গের লীলা খেলা ভাল জান তুমি।
ভক্ত চোখে প্রকাশিলে গৌরলীলা ভূমি ॥

অজ্ঞান আমরা সব কিছু নাহি জানি।
জড় চোখে বিসম্বাদ সর্ব্বদাই মানি॥
জড় চক্ষুঃ ছাড়া চক্ষুঃ আর একটী আছে।
শিখিয়াছি তাহা আমি থাকি তোমা কাছে॥
অজ্ঞান মূরখ লোক জড় চক্ষুঃ ল'য়ে।
বাদ বিসম্বাদ করে বুদ্ধি শূন্য হ'য়ে॥
চিচ্চক্ষুঃ খুলিবে আর কেমন প্রকারে॥
সাধু কৃপা ব্যতিরেকে না সম্ভবে তারে॥
তাই ভাই বলি আমি সাধু সঙ্গ কর।
দয়ালঠাকুর পদে তব মাথা ধর॥
অসাধু জনের ভাই কাছে না যাইবে।
অসাধু জনের মুখ কভু না হেরিবে॥
অসাধুর সঙ্গ ভাই কভু না করিবে।
অসাধু নিকটে এলে উঠি চলি যাবে॥
অসাধুর শিক্ষা প্রাণে কভু না বরিবে।
অসাধুর লেখা বহি কভু না পড়িবে॥
অসাধু ভুলাবে তোমা সাধু পথ হতে।
যোষিৎ-সঙ্গী করি দিবে নরক যাহাতে॥
অসাধু থাকেত সদা মায়া খেলা ল'য়ে।
সদাই বর্জ্জিবে তারে সশঙ্কিত হ'য়ে॥
অসাধু কবলে যেই পড়ে একবার।
সাধু সঙ্গ গুরু কৃপা সব নষ্ট তার॥

অসাধু বলিবে আমি বড় সাধু হই।
সর্ব্বদাই হিতকথা আমি জান কই॥
অসাধু ভানিবে ভান সাধুর আচার।
বাহিরে ভণ্ডামি তার যেন ক্ষুরের ধার॥
আখড়া মঠে বসিবেক সাধু বেশ ধরি।
মনে মনে বলিবেত মাত্র চুরি করি॥
জোড় তাড় বাঁধি দিবে পরঘরে হানা।
ফাঁদ পাতি বসি রবে নাহি পাবে মানা॥
ভাল ভাল কথা কবে সে সকল ফাঁকি।
ভুলা'তে সে মজবুত তাই দূরে থাকি॥
সেই ছাড়া গুরু নাই সদাই বলিবে।
বহুশিষ্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিবে॥

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতা-হান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥

সিদ্ধান্ত বাক্যের শ্লোক দুই চারি দিয়া।
বাকী শিক্ষা শ্লোক রাখে আঁধার করিয়া॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

ইহার সহিত যুক্ত-বৈরাগ্যের অর্থ।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বাক্যে নাহি কর ব্যর্থ॥

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূন তায়ঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

জীবন ধারণে যাহা প্রয়োজন মাত্র।
তাহাই গ্রহণ কার্য্য জানহ সর্ব্বত্র ॥
যদি ভাল চাহ ভাই দেখ তার ঘর।
খুঁজিলে দেখিবে তাতে রহিয়াছে পর ॥
তাহা দেখি মনে মনে সাবধান হবে।
অসাধুর সঙ্গ ভাই সদাই বর্জ্জিবে ॥
বাহিরে বৈষ্ণব বেশ আখড়া মঠ ভান।
দেখি তারে দূরে যানে না করি সম্মান ॥
গৌরাঙ্গের শত্রু তারা সর্ব্বদা জানিবে।
ছোট হরিদাস কথা স্মরণ করিবে ॥
কৃষ্ণদাস কাঁদি বলে মুই যে পামর।
সাধুসঙ্গ লভিবারে জ্বলিছে অন্তর ॥
সাধু কৃপা ব্যতিরেকে হৃদয় দুর্ব্বল।
সাধু মোরে দয়া কর করিয়া সবল ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু পদে এই মাগি।
সাধু বিনা অসাধুর সঙ্গে নাহি জাগি ॥
ভকতিবিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা, উহাই ভরসা ॥

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ ॥

শ্রীমন্মৌক্তিক বদ্ধদাম চিকুরং সুস্মের চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্ দিব্যভূষাঞ্চিতং ।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানংভজে ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু পতিত পাবন ।
দয়াল ঠাকুর তুমি অধম তারণ ॥

তোমার হৃদয়ধন শ্রীগৌরসুন্দর।
নিত্যানন্দ মহাজন স্বয়ং হলধর ॥
শান্তিপুরনাথ সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।
শান্তি স্থাপি জগতেতে করে মহাকার্য্য ॥
লোক দুঃখ দেখি সদা ভাবে মনে মনে।
কেমনে পারিবে তিঁহ আনিতে সে ধনে ॥
কাহার সে সাধ্য তাঁকে নাড়িবারে পারে।
শান্তিপুরনাথ তবু মন দৃঢ় করে ॥
অবশ্য নাড়িব তাঁরে বলে সে তখন।
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে ডাকে ঘনে ঘন ॥
বিশ্বভরি সে হুঙ্কার প্রতিধ্বনি হ'য়ে।
পৌঁছিল গোলোকে সচ্চিদানন্দময়ে ॥
জানিল তখনি হরি নাড়ার সে টান।
যাহাতে লইল তাঁরে অদ্বৈতের স্থান ॥
স্থির নাহি থাকে হরি সপার্ষদে চলে।
কলিজীব উদ্ধারিতে অদ্বৈতের বলে ॥
বঙ্গদেশে নবদ্বীপে সুরধনী তটে।
মায়াপুরে যথা সব আপনি সংঘটে ॥
শচী গৃহে জগন্নাথ পুত্র রূপ ধ'রে।
জনম লভিল হরি দুঃখ গেল দূরে ॥
হরির পার্ষদ সব ক্রমে ক্রমে আসি।
ঘিরিল তাঁহাকে হ'য়ে নবদ্বীপ বাসী ॥

হরি হরি বলি সবে গগন ভরিল।
হরিনামে সকলেতে মাতিয়া উঠিল॥
সকলেতে মুখে বলে হরি হরি হরি।
হরি না বলিলে মুখে কাঁদে গৌরহরি॥
কেহ বা জ্ঞানেতে বলে কেহ বা অজ্ঞানে।
যে পারিল যেমনেতে মনে আর ধ্যানে॥
সকলেই হরি বলে সাধু পাপী মিলি।
শত্রু আর দুষ্টে দেয় হরি ব'লে গালি॥
শ্রীবাস পণ্ডিত-ঘরে হরি নাম রোল।
উঠিল আনন্দে মাতি করিয়া কল্লোল॥
গদাধর মহাশয় মিলিল গৌরেতে।
গদাই-গৌরাঙ্গ তত্ত্বে পূজিল ভকতে॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন সে তত্ত্ব।
যেথা সব লোক দেখে গৌরের মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণলীলা সেইস্থানে স্ফুরিল আবার।
গৌর কৃষ্ণ বলি লোক জানিলেক সার॥
কংশরূপী চাঁদ কাজী করে অত্যাচার।
কাজিকে সম্বোধি মামা করিল উদ্ধার॥
জগাই মাধাই সবে উদ্ধার করিল।
হরিনাম দিয়া ভবরোগ প্রশমিল॥
কৃষ্ণের লীলায় চক্রে তমঃ নাশ করে।
গৌরের লীলায় প্রেম জীবেরে উদ্ধারে॥

প্রেমের ঠাকুর হন গৌর ভগবান।
প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে প্রেম দেন দান॥
অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত গড়াইয়া যায়।
যাহা লভি জীবগণ স্বীয়ধাম পায়॥
সে প্রেমের মূল হয় গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌর কৃপা নাহি হ'লে বৃথা সে জীবন॥
সে গৌর উদিল আসি গঙ্গা পূর্ব্বতীরে।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ নদীয়া নগরে॥
সে নগর মধ্যে হয় মায়াপুর স্থান।
যথা জন্ম নিল আসি গৌর ভগবান॥
"নবদ্বীপে বহে ভাগিরথী স্রোতস্বতী।
যমুনা মিলিয়া ধায় হ'য়ে বেগবতী॥
স্বরস্বতী মিলে আসি ভাগিরথী জলে।
ধরিতে গৌরাঙ্গ পদ শ্বেতপদ্ম দলে॥
ভাগিরথী পূর্ব্বতীরে গোলোক মায়াপুর।
শচীগৃহে শোভে যথা গৌরাঙ্গ ঠাকুর॥
সে ঠাকুর দ্বাপরের শেষে বৃন্দাবনে।
রাসক্রীড়া কৈল রাধিকাদি গোপীসনে॥
গোলকের নিত্যধন পারকীয় রস।
বৃন্দাবনে নিত্য লীলা করিল প্রকাশ॥
সে ঠাকুর পুনঃ নিজ যোগ মায়াপুরে।
আনিল গৌড়েতে রস আস্বাদন তরে॥

কৃষ্ণলীলা কালে যেই বাঞ্ছা না পূরিল।
গৌরাঙ্গ লীলাতে তাহা পূর্ণ করি নিল ॥”
“মোরে প্রণয় করি রাধা পায় কিবা সুখ।
মোর মাধুর্য্য আস্বাদনে রাধার কত যে কৌতুক ॥
আমার অনুভবে রাধার সৌখ্য কি প্রকার।
নায়ক হয়া নাহি বুঝি এ সুখের সার ॥
অতএব রাধার ভাবকান্তি লঞা গৌর হব।
কৃষ্ণ মাধুর্য্যাদি ভক্তভাবে আস্বাদ পাইব ॥
এত ভাবি কৃষ্ণ নিজধাম লঞা গৌড়দেশে।
নবদ্বীপে প্রকটিল স্বয়ং আনন্দ আবেশে ॥”
এ সকল কথা ভাই নিজে না বলিয়া।
মহাজন বাক্যে বলি সাধু কৃপা পাঞা ॥
সেই সে গৌরাঙ্গ লীলা সীমা যার নাই।
যার অন্ত খুঁজিলেও অন্ত নাহি পাই ॥
নবদ্বীপে গৌর লীলা প্রকাশ হইল।
গৌর পদরজে ধন্য নবদ্বীপ হ'ল ॥
ও স্থান মহিমা ভাই জান ভালমতে।
দেবতার বাঞ্ছা যাতে বসতি করিতে ॥
সর্ব্বকালে মহাতীর্থ নবদ্বীপ ধাম।
গৌর প্রিয়স্থান যাহে হয় হরিনাম ॥
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

সরস্বতী মহামান্য শ্রীপ্রবোধানন্দ।
যাঁহার মহিমা গানে পাইল আনন্দ॥
সেই নবদ্বীপ লীলা করি গৌর রায়।
লীলাপুষ্টে চতুর্ব্বিংশ বরষ কাটায়॥
মথুরা মণ্ডলে কৃষ্ণ যে লীলা করিল।
গৌরাঙ্গ রূপেতে আনি নবদ্বীপে দিল॥
নিত্যলীলা সেই সব জড়বস্তু নহে।
অপ্রাকৃত বলি তাহে সাধুজন কহে॥
প্রকৃতির সাধ্য নাহি দেখিবারে তাহা।
প্রাকৃত বলিয়া ভাবে মায়াবাদী যাহা॥
সেই ভ্রমে মায়াবাদী কৃষ্ণ নাহি পায়।
মাংস পিণ্ড জল স্থলে সর্ব্বদাই ধায়॥
মায়ার অধীন কৃষ্ণ বুলিয়া বেড়ায়।
মায়াধীশ কৃষ্ণ হন কভু নাহি গায়॥
অপ্রাকৃত লীলা যথা অনুষ্ঠিত হয়।
অপ্রাকৃত ভাবে তথা সর্ব্বদাই রয়॥
প্রাকৃত নয়নে যেবা দেখে সেই স্থান।
অপ্রাকৃত ভাব তাহে হয় অন্তর্ধান॥
তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘন ঘন হয়।
লীলাস্থল চিহ্নাবধি তাহে নাহি রয়॥
অভক্তে চিনিতে নারে কোথা সেই স্থান।
ভক্তহৃদে হয় যাহা সদা অধিষ্ঠান॥

ভক্তগণ তবে তারে দিব্য নেত্রে দেখে।
জগতে জানায় তাহা লোক দেখে সুখে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যবে চিল্লীলা করিল।
কিছুদিন পরে তার চিহ্ন লোপ হ'ল ॥
সেইরূপ মায়াপুরে গৌরলীলা স্থান।
অতি শীঘ্র লোকনেত্রে হ'ল অন্তর্ধান ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা যবে মায়াপুরে রয়।
ঈশান তাঁহার ভৃত্য তাঁরে আগুলায় ॥
সে সময় মায়াপুর প্রায় জনশূন্য।
নগর নামেতে ন'দে নাহি হয় গণ্য ॥
বহু জনাকীর্ণ হ'য়ে যে নগর ছিল।
গৌরের ইচ্ছায় শীঘ্র লোক শূন্য হ'ল ॥
শ্রীজীবে লইয়া যান নিতাই ঠাকুর।
লীলাস্থল দেখালেন বচনে মধুর ॥
সে সকল কথা যদি জানিবারে চাও।
ভকতিবিনোদ আগে তবেত জানাও।
ঠাকুর তোমার তরে লিখিয়া রেখেছে।
যাহা তিঁহো দিব্য চক্ষে সদাই দেখেছে ॥
শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বিস্তারি।
বর্ণিয়াছে প্রভু মোর অতি দয়া করি ॥
পড় ভাই সেই গ্রন্থ আনন্দ উল্লাসে।
জানিতে পারিবে তুমি চিল্লীলা বিলাসে ॥

দয়াল নিতাই জীবে লীলাস্থলে লঞা।
দেখাইল সর্ব্বস্থান আগে আগে গিয়া॥
শ্রীজীব দেখিল সেই লীলাস্থল ভূমি।
ঠাকুরের গ্রন্থমধ্যে যাহা পড় তুমি॥
এই গুহ্য কথা আমি বলিনু তোমারে।
ভকতিবিনোদ প্রভুর শ্রীচরণ ধরে॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য তবে কিছুকাল পরে।
নরোত্তম রামচন্দ্র সঙ্গে করি ঘোরে॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নবদ্বীপ যথা।
গৌরাঙ্গ লীলার ভূমি দেখিবারে তথা॥
মায়াপুরে শচীগৃহে যখন পৌঁছিল।
ঈশান ঠাকুরে তাঁরা দেখিতে পাইল॥
এই কথা নরহরি লিখিয়া রেখেছে।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিশদ বর্ণিছে॥
ঘনশ্যাম দাস নামে কহয় তাহারে।
হরিলীলা স্থল স্ফুর্ত্তি দেন প্রভু যাঁরে॥
সে গ্রন্থ পড়িয়া ভাই জান সব কথা।
পুনরুক্তি নাহি করি নমি তাহে মাথা॥
তাঁহার প্রকট কাল নহে বহুদিন।
দুইশত বর্ষোপরি গণয় প্রবীন॥
নবদ্বীপ রূপান্তর হয়েছে তখন।
কুলিয়া উত্তর অংশে নগর পত্তন॥

তিঁহোত লিখেছে গ্রন্থে জন শূন্য কথা।
নবদ্বীপ মায়াপুর অন্তর্দ্বীপ যথা॥
বহুকালাবধি লুপ্ত হ'ল এই গ্রাম।
আছিল ইহার পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম॥
তিঁহ যা দেখিল তাহা লিখে সাধ্যমতে।
শুদ্ধ ভক্তি চাহি তবে পাবেত দেখিতে॥
মহাজনগণ পদে নোঁয়াইয়া মাথা।
দীনভাবে রহি আমি কহি কিছু কথা॥
মহাজন যা বলায় তাহা আমি বলি।
আমিত এড়াতে চাহি রহে যথা কলি॥
শ্রীজীব গোস্বামী যবে বৃন্দাবনে গেল।
ঈশান ঠাকুর পরে দেহত রাখিল॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা গৌরাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি।
সেবাতে মগন হন হইয়া দুঃখার্ত্তি॥
শ্রীবংশীবদনানন্দ কুলিয়াতে রহে।
বহু অনুনয় করি তবে তাঁরে কহে॥
দেখ গো জগন্মাতা লোকশূন্য স্থানে।
কেমনে থাকিবে তুমি একা এইখানে॥
চল আমি ল'য়ে যাই কুলিয়া নগরে।
আমার বাটীতে বৈস প্রসন্ন অন্তরে॥
শুনিয়া বংশীর কথা ঠাকুরাণী বলে।
ইচ্ছা নাই কিছুমাত্র যাই কোন স্থলে॥

জগতের স্বামী গৌর যবে চলি গেল।
সেই দিন হতে গৃহে আঁধার হইল॥
সে আঁধারে থাকি আমি আলো নাহি চাই।
এপার ওপার করে বৃথা কষ্ট পাই॥
জনশূন্য হইয়াছে এবে মায়াপুরে।
সেই জন্য থাকি আমি দ্বার রুদ্ধ ক'রে॥
ও দ্বার খুলিতে মোর ইচ্ছা নাহি আছে।
আর মুখ দেখাব না সমাজের কাছে॥
নিভৃতে বসিয়া আমি ঘরের ভিতরে।
গৌরাঙ্গের পদসেবা করিব অন্তরে॥
গৌরমাতা শচীদেবী সেও চলে গেল।
ঈশান যে ভৃত্য ছিল সেহ না রহিল॥
একা আমি কয়দিন থাকিব জগতে।
কেন তুমি সাধ মোরে কুলিয়া যাইতে॥
গৌরাঙ্গের দাস তুমি গৌর কৃপাপাত্র।
আমার দুঃখের দুঃখী হইয়াছ মাত্র॥
গৌরাঙ্গের ইচ্ছা যদি আমাকে নড়াতে।
অবশ্য নড়িব আমি তাঁর মন যাতে॥
মায়াপুর জনশূন্য হইবে কখন।
ভাবি নাই শচীগৃহে এসেছি যখন॥
গৌরাঙ্গের খেলা সব কি আর বলিব।
চল বংশী এবে আমি কুলিয়া যাইব॥

গৌরমূর্ত্তি ল'য়ে যাবে তথায় পূজিব।
দূর হতে মায়াপুর প্রণাম করিব॥
মায়াপুর পরপারে কুলিয়া সে হয়।
এপার ওপার মাত্র মধ্যে গঙ্গা বয়॥
গঙ্গা বহে কুলে কুলে তাই সে কুলিয়া।
অদ্যাপিও তারে ডাকে কুলেদ বলিয়া॥
গঙ্গার নগর মাঠ এবে চড়া ভূমি।
তাহে দাঁড়াইয়া দেখ কুলিয়ার জমি॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা হইয়া চলিয়া।
গঙ্গানগরেতে গিয়া দেখেত নদীয়া॥
তথা হতে পূর্ব্বোত্তরে আরও কিছু গিয়া।
দক্ষিণাভিমুখী গঙ্গা বহেন চলিয়া॥
তাহাতেই দ্বীপ প্রায় কুলিয়া নগর।
প্রায় চারিদিকে গঙ্গা অতীব সুন্দর॥
কুল কুল কুল রবে গঙ্গা প্রবাহিছে।
যে দিকে ফিরাও আঁখি কুল রহিয়াছে।
মনোহর স্থান ছিল কুলিয়া নগর।
দেবানন্দে দয়া করে শ্রীগৌর সুন্দর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যবে মায়াপুর মায়া।
এড়াইয়া গেল যথা গৌরাঙ্গের দয়া॥
আপনে হইল ত্যক্ত মায়াপুর ভূমি।
চিহ্নশূন্য শীঘ্র হ'ল ভক্ত মন দমি॥

তথাপিও ভক্তগণ জাপটিয়া ধরে।
মায়াপুর রজে গিয়া গড়াগড়ি করে॥
বহির্ম্মুখ জনে নাহি জানিতেত দেয়।
লুকাইয়া নিভৃতেতে তথায় বেড়ায়॥
গুপ্তভাবে রাখে স্থান ভজনের রীতি।
মায়াপুর প্রাণমন তাহাতে পীরিতি॥
মায়াপুরে নিত্যলীলা করে গৌররায়।
ভক্তের ঠাকুর তিঁহ ভক্তে দেখা দেয়॥
অভক্ত জনেতে কথা বুঝিবে কেমনে।
নেড়ানেড়ী মায়াবাদী কিছুই না জানে॥
অবিদ্যা সম্বল যার তার চক্ষুঃ নাই।
অবিদ্যা লইয়া মজে চক্ষে দিয়া ছাই॥
জড়েতে দেখেত তারা মায়াপুর স্থান।
জড় বুদ্ধি করি তারে দূরে ল'য়ে যান॥
কান্তি রাঢ়ী বলি এক জড়বাদী ছিল।
মায়াপুর দেখিবারে শকতি নহিল॥
মদন গোসাঞি তার সঙ্গে যোগ দিয়া।
মায়াপুর দেখে রামচন্দ্রপুরে গিয়া॥
মায়ার সে খেলা তাহা জানিবে সকল।
বুদ্ধি ঘুচাইয়া করে মনুষ্যে বিকল॥
মদনের গুণকথা লিখিবার নয়।
লিখিলে লেখনী তার কলুষিত হয়॥

গৌরকে ভজিতে তার বুদ্ধি না হইল।
গৌরাঙ্গের পূজা নাহি প্রকাশ করিল॥
এত বড় কথা যদি বলিল সে জন।
ভক্তগণ তাহা শুনি মৃতপ্রায় হন॥
শেল বিদ্ধ হয় তবে তাদের অন্তরে।
দুঃখে দিন যাপে তারা মদনের তরে॥
মদনের সিদ্ধান্ত আশ্চর্য্য রূপ হয়।
প্রকাশিয়া কি লিখিব মুখে না যুয়ায়॥
বলিল প্রকাশতত্ত্ব গৌর ভগবান।
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত তাহা জানে শ্রদ্ধাবান॥
স্বয়ং ভগবান হন গৌর প্রাণধন।
প্রকাশ বলে যে তাঁরে অজ্ঞ সেই জন॥
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ গৌর নবদ্বীপে হয়।
গৌরনাম গৌরধাম সর্ব্ব পূজ্যময়॥
যে জনে চিনিতে নারে সেই গৌরধনে।
চিন্ময় সে মায়াপুর দেখিবে কেমনে॥
প্রাকৃত বুদ্ধিতে সদা বিচরণ করে।
রামচন্দ্রপুর স্থানে ঘাটে মাঠে মরে॥
ভক্তির বিরোধী হয় সেই জন অতি।
সেই পাপে অধঃপাত হয় তার গতি॥
আপনিত মরে আর মারে অন্য জনে।
তার পদ ধ'রে যারা শিষ্য হয় মনে॥

ভকতিবিনোদ প্রভু ভূমি সে চিন্ময়।
উদ্ধারিয়া প্রকাশিল হইয়া সদয়॥
মদন শক্রুতাকরি রাঢ়ীসনে মিশে।
অন্ধকারে ষড়যন্ত্র ক'রে মরে কেশে॥
তার মনোভাব ভবে সিদ্ধ না হইল।
রাঢ়ীত সরিল আর মদন পালালো॥
ভকত বৎসল প্রভু ভকতের গণে।
চিন্ময় সে মায়াপুর দেখায় আপনে॥
মায়াপুর মহিমা সে অন্যে নাহি জানে।
সিদ্ধভক্ত মহাজন ভক্তি করি মানে॥
জানিত চৈতন্য দাস সিদ্ধ মহাজন।
সিদ্ধ ভগবান দাস সহ শিষ্যগণ॥
বলিল যথায় সিদ্ধ জগন্নাথ দাস।
প্রকাশ করিতে মূর্ত্তি যুগল বিলাস॥
সিদ্ধ মহাজন দেখে শচীর প্রাঙ্গন।
মায়াপুর চিন্ময় সে নির্ম্মিত ভবন॥
ভকতিবিনোদ প্রভু সিদ্ধ মহাজন।
সেই মায়াপুরে নমে হ'য়ে একমন॥
শচীর ভবন প্রভু দেখিতেত পায়।
শচীর নন্দন যথা খেলিয়া বেড়ায়॥
জগন্নাথ দাস আজ্ঞা যবে বাহিরিল।
ভকতিবিনোদ প্রাণ তখনই কাঁদিল॥

গৌরবামে বিষ্ণুপ্রিয়া মূরতি যুগল।
কেমনে বসিবে তথা ভাবি অনর্গল॥
নিদ্রা নাহি দিবা নিশি গৌর লীলাভাবে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে বুলে গৌরের প্রভাবে॥
সর্ব্ব লীলাস্থল প্রভু দেখিল সুন্দর।
আনন্দে মগন হ'য়ে রহে নিরন্তর॥
সেই লীলা অপরের আস্বাদন তরে।
বর্ণিল সে লীলাভূমি গ্রন্থের ভিতরে॥
নবদ্বীপ ভাব তবে তরঙ্গ হইল।
যাহা পড়ি ভক্তগণ মহাসুখ পাইল॥
নদীয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থে গৌরলীলা কথা।
প্রকাশিল বিস্তারিয়া অপূর্ব্ব সে গাঁথা॥
এইরূপে কয়বর্ষ কাটিল যখন।
ক্রমে দিন ঘন হ'ল নিকটে তখন॥
মহাযোগ আসি তবে দেশে দেখা দিল।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি তাতে যুক্ত হল॥
সকলঙ্ক চন্দ্র তবে রাহুগ্রাস করে।
ঠিক সন্ধ্যাকালে যোগ তখনিত ধরে॥
অকলঙ্ক চন্দ্র তবে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ।
যুগল মূরতি ধরি হইলা উদয়॥
লক্ষ লক্ষ লোক সেই মায়াপুর ঘাটে।
স্নান করি হরি বলে রহি গঙ্গাতটে॥

এদিকেতে শচীগৃহে অগণিত লোক।
দেখিল অপূর্ব্ব খেলা সাক্ষাৎ গোলোক॥
সকলেই হরিধ্বনি সমস্বরে করে।
আমার প্রভুর মনে আনন্দ না ধরে॥
গগণ ভরিল সেই হরিধ্বনি রবে।
ব্রহ্মা শিব দেবগণ দেখে আসি সবে॥
সে হাস্য বদন যারা গৌরের দেখিল।
মনুষ্য জনম তারা সার্থক করিল॥
খেতুরীর মেলা যাহা নরোত্তম করে।
তদপেক্ষা বহুগুণ এই মেলা ধরে॥
বহুলোক সমাগম হইল মেলায়।
দেশে মাঠে ঘাটে পথে লোকে দৌড়িধায়॥
গঙ্গার সে বড় চড়া সকলি পুরিল।
লক্ষ লক্ষ লোক সব জনতা করিল॥
আমার প্রভুর হাতে যত কিছু ভার।
রাজা দিয়াছিল তাঁরে শান্তি স্থাপিবার॥
তাঁহার সে বড় ছাঁই পড়েছিল মাঠে।
পুলিস প্রহরী তিঁহ রাখে ঘাটে ঘাটে॥
তাঁহার অধীন ছিল হাকিম সজ্জন।
যদি কোন গোল্ হয় শাসিতে দুর্জ্জন॥
আমার প্রভুর দয়া সর্ব্বজীবে হয়।
তাঁহার কল্যাণে কেহ কষ্ট নাই পায়॥

মনের উল্লাসে সবে মায়াপুরে ধায়।
মহানন্দে প্রসাদ ভুঞ্জে আর নাচে গায়।
অপূর্ব্ব দর্শনে মাতে সকল লোকেতে।
হরি হরি বলে সবে প্রফুল্ল মনেতে॥
অপূর্ব্ব তুলসীবনে মায়াপুরে সবে।
গড়াগড়ি দেয় আর পদরজে ডুবে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু ধরি মহাশক্তি।
চতুর্দ্দিকে দেখে শুনে হৃদে ধরি ভক্তি॥
ভকতিবিনোদ জয় সর্ব্বলোকে দেয়।
গৌরাঙ্গের পদরজ সর্ব্বলোক পায়॥
মায়াপুর যোগ পীঠে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিয়া।
পরানন্দ আনে প্রাণে ঠাকুর মাতিয়া॥
দয়াল ঠাকুর প্রভু ভকতিবিনোদ।
তোমার কল্যাণে ধরা ক'রেছে আমোদ॥
তোমার দয়ার কথা বলিতে না পারি।
নবদ্বীপে গৌরলীলা দেখালে প্রচারি॥
তুমি না দেখালে জীব দেখিতে পেত না।
মূঢ় জীব সর্ব্বদাই ভুগিত যাতনা।
অচ্যুতের প্রিয়পাত্র তুমি দয়াময়।
অচ্যুতের বলে কর ত্রিভুবন জয়॥
নবদ্বীপ প্রকাশিয়া কি আনন্দ দিলে।
সকল ভকত প্রাণ কিনিয়া লইলে॥

নবদ্বীপ তীর্থ নহে লোকেতে বলিত।
নবদ্বীপে লোক নাহি বসতি করিত ॥
জড়বাদী নৈয়ায়িক পণ্ডিত কজন।
সরস্বতী অভিমানে বেড়াত তখন ॥
বিদ্যার সে স্থান বলি ছিল পরিচিত।
ভক্তিকথা সেই স্থানে কদাচ জানিত ॥
তিরিশ বরষ আগে নবদ্বীপ কথা।
যেই পড়ে শুনে পায় মনে বড় ব্যথা ॥
সেই কালে নবদ্বীপ টিম্ টিম্ করে।
গোটাকত ঘর দ্বার তাহাতেত ধরে ॥
লোক মাত্র চারি পাঁচ হাজার বসতি।
চারি দিকে নীচু ভূমি নাহি হয় গতি ॥
গৌরাঙ্গের জন্মস্থান যদি কেহ পুঁছে।
অজ্ঞলোক বলে তবে জল মধ্যে আছে ॥
জন্মভিটা জন্মস্থান যোগপীঠ হয়।
মায়াপুরে জন্মভিটা উচ্চস্থানে রয় ॥
জলের কি সাধ্য তারে গ্রাসিতে পারিবে।
ভাগিরথী সদা তারে প্রণাম করিবে।
অজ্ঞলোক কথা কভু না শুনিও কানে ॥
জন্মস্থান ডুবিয়াছে না ভাবিবে মনে ॥
এমত অবস্থা যবে নবদ্বীপে ছিল।
তোমার দ্বারায় তাহা উজ্জ্বল হইল ॥

তোমার রচনা তবে চারিদিকে গিয়া।
ন'দের মাহাত্ম্য লোক জানেত পড়িয়া॥
গৌরাঙ্গের লীলাভূমি তবেত জানিল।
ন'দে সম তীর্থ নাহি তবেত মানিল॥
সকল লোকের যবে চক্ষুঃ ফুটি গেল।
দলে দলে ক্রমাগত নবদ্বীপে এল॥
এখন দেখহ গিয়া নবদ্বীপ ময়।
কত লোক বাস করে কত হাট হয়॥
বড় বড় বাড়ী এবে উঠেছে বৃহৎ।
বহু অর্থ ধনরাশি হয়েছে মজুৎ॥
অর্দ্ধলক্ষ লোক আজ নবদ্বীপে বসে।
চারিদিকে ধায় আর বেড়ায় উল্লাসে॥
এ সব কারণ তুমি তাহা আমি জানি।
তুমি কৃপা করিয়াছ তাহা আমি মানি॥
যথায় তোমার গতি বহুলোক ধায়।
তুমিত নির্জ্জনে থাক নির্জ্জন কোথায়॥
তুমি গেলে ক্ষেত্রবাসে বালির উপরে।
সেখানেতে লোক গেল তোমা পদধ'রে॥
একটী কুটীর তুমি করিলে নির্জ্জনে।
অসংখ্য প্রাসাদ তবে হ'ল সেই স্থানে॥
স্বর্গদ্বারে কেহ নাহি কভু মাড়াইত।
এখন দেখহ তথা জন সঙ্গ কত॥

সেইরূপ নবদ্বীপ ভরিয়াছে এবে।
লোক আর লোকালয় তাহা ধামভেবে॥
মহাজন মহিমা সে জানি যে নিশ্চয়।
মহৎ পদরজ বিনা কিছু নাহি হয়॥
নবদ্বীপ চিরদিন বিদ্বানের স্থান।
সরস্বতী বর পুত্র করে অবস্থান॥
পূর্ব্বে যবে সেন বংশ রাজত্ব করিত।
কতই পণ্ডিত তার সভাতে বসিত॥
শ্রীধর শ্রীহলায়ুধ ধোয়ী আদি জন।
মহাদর্পে বিদ্যাচর্চ্চা করিত তখন॥
শ্রীলক্ষ্মণসেন যবে সিংহাসনে ছিল।
জয়দেব গোসাঞি তাঁর সভাতে বসিল॥
জয়দেব রচনা সে বৈষ্ণবের প্রাণ।:
শ্রীগীতগোবিন্দ যাহা সুধা করে দান॥
জয়দেব বসতি সে শ্রীনাথ পুরেতে।
ভরদ্বাজ পূর্ব্বে ছিল ভারুই ডেঙ্গাতে॥
লক্ষ্মণের টিবি হতে জয়দেব স্থান।
অর্দ্ধক্রোশ মধ্যে মাত্র আছে ব্যবধান॥
যবনের হস্তে যবে নবদ্বীপ গেল।
নবদ্বীপ বিদ্যাসূর্য্য তেজত কমিল॥
তথাপি বিদ্যার্থিগণ সদা তথা আসে।
বিদ্যাভাস করে আর আনন্দেতে বসে॥

মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিত প্রধান।
নবদ্বীপে বৈঠে তিঁহ পাইয়া সম্মান ॥
তাঁর পুত্র বাসুদেব ভট্টাচার্য্য হয়।
যার বহু মান্য হয় মিথিলা সভায় ॥
বিদ্যার সে কেন্দ্র ছিল মিথিলা নগর।
তাহা কাড়ি নিল গিয়া সার্ব্বভৌমবর ॥
নবদ্বীপ তাহাতেও মহামান্য পেল।
বিদ্যার প্রধান স্থান নবদ্বীপ হ'ল ॥
সে সময় আসিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
সরস্বতী যাঁর পদে সদা মাগে বর ॥
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যেতে নবদ্বীপ ভরে।
বিদ্যাপ্রভা নদীয়াতে থাকে ঘরে ঘরে ॥
রঘুনাথ শিরোমণি যাকে কাণা কয়।
ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপে অদ্বিতীয় হয় ॥
গৌরের স্মরণ ল'য়া সেই রঘুনাথ।
ন্যায় শাস্ত্রে দন্ত ক'রে করি দিনপাত ॥
গোরার রচিত সেই ন্যায় গ্রন্থখানি।
বিনষ্ট হইলে সুখে রহয় আপনি ॥
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আর সব জন।
বিদ্যার প্রকাশ করি নামধারী হন ॥
আগমবাগীশ তিঁহ কৃষ্ণানন্দ নাম।
তন্ত্রশাস্ত্রে গতি যার বহুগুণধাম ॥

নবদ্বীপে বৈসে সবে স্থাপি যত টোল।
যেথা ছাত্র শিক্ষা করে করি মহাগোল॥
চিরদিন নবদ্বীপে এ ব্যাপার হয়।
জ্ঞানীজন বিদ্যাবুদ্ধে দেখিতেত পায়।
ভকতিবিনোদ প্রভু যবে ন'দে এল।
বিদ্যার মন্দির তবে তথায় দেখিল॥
আনন্দ অন্তরে সব পণ্ডিতের সনে।
বাক্যালাপ করি পায় মহাসুখ মনে॥
পণ্ডিত সকলে তবে চিনিল তাঁহারে।
বিদ্বানে বিদ্বান তবে কোলাকুলি করে॥
চৈতন্যের প্রভা যবে দয়াল ঠাকুর।
সকল সমক্ষে বলে বিস্তারি প্রচুর॥
পণ্ডিতের গণতবে বুঝিতে পারিল।
হৃষ্টমনে সবে তাঁর সনে যোগ দিল॥
গৌরাঙ্গ চিনিল তবে পণ্ডিতের গণ।
ভগবান বলি তাঁরে করি শ্রদ্ধামন॥
চৈতন্যের জন্মভূমি যবে প্রকাশিল।
একাগ্র হইয়া সবে তাতে যোগ দিল॥
বৎসর বৎসর তারা মায়াপুরে যায়।
চিন্ময় সে ভূমি দেখি মহানন্দ পায়॥
জানিল সকলে তবে কুলিয়া নগরে।
নবদ্বীপ বলি তাহে সুখে বাস করে॥

প্রাচীন সে নবদ্বীপ পূর্ব্বপারে হয়।
যথা লক্ষ্ণের টিবি অতি উচ্চ রয়॥
তাহার সান্নিধ্য হয় মায়াপুর স্থান।
যথা জন্মিলেন আসি গৌর ভগবান॥
কাজির সমাধি তবে সকলে দেখিল।
গৌর যথা সংকীর্ত্তনে কাজী উদ্ধারিল॥
তাহার নিকট হয় বিশ্রামের স্থল।
লৌহপাত্রে যথা গৌর পান করে জল॥
খোলাবেচা শ্রীধরের হয় সেই স্থান।
চাষীগণ আজো উহা দেখাইয়া দেন॥
জয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা।
মায়াপুরে বৈসে যাহা করে মনোলোভা॥
তাহাতেত শোভে সব পণ্ডিত প্রধান।
নদীয়া কুলিয়া স্থানে গণ্য মান্য জন॥
গৌরাঙ্গ বিরোধী জন বহু হিংসা করে।
সেই পাপে জ্বলি তারা সদা পুড়িমরে॥
সভামধ্যে ঢুকিবার না হয় যোগ্যতা।
কুলিয়া চড়াতে বসি দেখায় নীচতা॥
সর্ব্বদাই হিংসারত পাপী তাপী জন।
নব গৌর জন্মভূমি করিবারে মন॥
শত্রুতা আচরে অজ্ঞ জন্মভিটা প্রতি।
গৌরপদে অপরাধী লভেত দুর্গতি॥

বাহিরের শত্রু এরা অতি ভয়ঙ্কর।
ভিতরের শত্রু হয় আরো গুরুতর॥
কালক্রমে তাহারাই অধিকার পাবে।
জন্মস্থানে অপরাধ সদাই করিবে॥
আপন শিকড় তাহে সজোরে প্রোথিয়া।
গৌর শিক্ষা বিরুদ্ধতা প্রচার করিয়া॥
নিজমত চালাইবে গৌর শিক্ষা বলি।
সেই পাপে ক্ষয় হ'বে বক্র পথে চলি॥
এসকল জন সদা চক্ষে দিবে ধূলা।
কনক কামিনী লয়ে করিবেক খেলা॥
মায়াবাদী ভিন্ন তারা আর কিছু নয়।
মায়ার কবলে পড়ি ইতি উতি ধায়॥
এ সকল জনে কভু না দেখিবে মুখ।
এদের করিলে সঙ্গ নাহি পাবে সুখ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই এই সব জনে।
কেমনে চিনিবে তারা ভক্তি মহাধনে॥
দয়াল ঠাকুর কৃপাযোগ্য তারা নয়।
ঠাকুরের পদরজ তাহাতে না পায়॥
ভকতিবিনোদ প্রভু বড় দয়াময়।
তথাপি তাহার দয়া সর্ব্ব জীবে হয়॥
সেই দয়া লভি তারা সংসারে রয়েছে।
অজ্ঞজন বলি নাহি বুঝিতে পেরেছে॥

মনে করে সেই জীব নিজ শক্তিবলে।
আমি বলি তাহা নহে তাতে পুড়ে জ্বলে॥
ভক্তকৃপা শূন্য হলে বিষম বিপদ।
ভক্ত কৃপা লভি তারা করে গো-সম্পদ॥
যদিও তাহারা করে বিরুদ্ধাচরণ।
ভক্তগণ কভু নাহি করে অন্যমন॥
সর্ব্বদাই দয়া করে সেই সব জনে।
অজ্ঞব্যক্তি কি বুঝিবে ভক্ত কৃপাধনে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু তোমার এ দাস।
তোমা পদরজ বিনা নাহি করে আশ॥
সেই পদ পেলে তবে বুঝিব তখন।
কেমনে পাইতে হয় গৌর পদধন॥
গৌরপদরত্ন যার হৃদয়ে পশিল।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম তার তখন ধরিল॥
কৃষ্ণপ্রেম ব্যতিরেকে কিছু নাহি চাই।
জয় রাধাকৃষ্ণ বলি নাচি আর গাই॥
ভকতিবিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা, উহাই ভরসা॥

ইতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।



সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন ॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
না চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥
অহং হরে তব পাদৈকমূল
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভুয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং
গৃণীতবাক্ কর্ম্মকরোতু কায়ঃ ॥
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঙ্ঘ্ মূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহিদাস্যং ॥
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈক সিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ॥
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে ॥
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্য সে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥
মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠেচ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলাচিততনুং গোগোপ সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষং ভজে ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরী স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরং
দ্বিভুজং সর্ব্বদেবেশং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহং ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু জীবে কৃপা করি।
ভক্তিরত্ন মহাধন আনি দাও ধরি॥
দয়াল ঠাকুর তুমি তব দয়া চাই।
তুমি দয়া কর তবে ভক্তি রত্ন পাই॥
তোমা হৃদে গৌর সদা বিরাজ করিছে।
অগতির গতি তুমি সকলে জেনেছে॥
হরিনাম মহাধন গৌর আনি দিল।
যাহা পেয়ে জীবগণ আনন্দে মাতিল॥
হরিনাম বিনা ভাই কিছুই না আছে।
কর্ম্ম জ্ঞান তুচ্ছ অতি হরি নাম কাছে॥
হরিনাম কর্ম্ম আর হরি নাম জ্ঞান।
যদি পার করিবারে হ'য়ে সাবধান॥
তবেত তাহাকে কর্ম্ম জ্ঞান না বলিবে।
ভক্তি বলি সদা তারে আদরে বরিবে॥
জীব মায়াবদ্ধ হ'য়ে সদা ভুলি রয়।
উন্মত্ত হইয়া তারা দিন করে ক্ষয়॥
তখন ভাবে না তারা কোথা হ'তে আসে।
আসিয়া জগতে তারা কেনই বা ভাসে॥
কোথায় বা যাবে তারা দিন শেষ হ'লে।
তাদের কপালে কিবা পরিণাম ম'লে॥
মায়াবদ্ধ জীব কভু নাহি ভাবে ইহা।
সংসার মোহেতে থাকে পাই যাহা তাহা॥

সেই সব জীবে যবে পূর্ব্ব স্মৃতি হয়।
তখনই তাহার মনে ভয় উপজয় ॥
ক্রমেতে আপন দোষ বুঝিবারে পারে।
ক্ষুদ্র জীব ভগবান হইবারে নারে ॥
তখন শরণ লয় মহাজন পদে।
আপন দুঃখেতে তবে আপনিত কাঁদে ॥
মহাজন কৃপা করি যবে উদ্ধারয়।
সেই কৃপা পেয়ে তবে দুষ্কৃতি মোচয় ॥
শ্রদ্ধা হয় ভগবান ভজিবার তরে।
তবেত থাকিতে চাহে বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
সেই সব বদ্ধ জীবে কৃপা করিবারে।
মধ্যে মধ্যে মহাজন আসেন সংসারে ॥
দেশ যবে ছারখার এইরূপে হ'ল।
বুদ্ধিশূন্য লোক সব চৌদিকে ছুটিল ॥
শুদ্ধভক্তি দূর করি নিজমত স্থাপে।
দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশিয়া দিন রাত যাপে ॥
চৈতন্য বিশুদ্ধ শিক্ষা উড়াইয়া দেয়।
নিজমত সেই শিক্ষা বলিয়া চালায় ॥
এমত অবস্থা যবে জগতেতে হ'ল।
ভকতিবিনোদে তবে গৌরাঙ্গ পাঠাল ॥
সতেরশ ষাট শকে আঠারই ভাদ্র।
জন্মিলেন প্রভু প্রেমে ধরা করি আর্দ্র ॥

ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি সেই দিন।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন গণেন প্রবীন ॥
হরিনাম আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হ'ল।
শুদ্ধ ভক্তিমূল তবে জোরেতে গাড়িল ॥
সামাজিক পরিচয় বংশের মর্য্যাদা।
অনেকে বিস্তারি বর্ণে আনন্দে সর্ব্বদা ॥
সে সবে আমার কিছু শ্রদ্ধা নাহি আছে।
আমার সে প্রভু তিনি পূজ্য মোর কাছে ॥
শুনিয়াছি আমি তাঁর বংশ পরিচয়।
বঙ্গদেশে সমাজেতে মহামান্য হয় ॥
রাজা কৃষ্ণানন্দ পূর্ব্বে সেই বংশে হয়।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ আতিথ্য করয় ॥
সেই বংশে জন্মে রাজা গবিন্দ শরণ।
নিজ নামে গ্রাম এক করিয়া পত্তন ॥
সেই গ্রামে গোবিন্দজী ঠাকুর আনিয়া।
শ্রদ্ধা করি পূজা করে আনন্দিত হঞা ॥
সেই গ্রাম দুর্গরূপে কলিকাতা মাঝে।
ইংরাজের রণভেরী যাহে এবে বাজে ॥
আজি ও রয়েছে তথা চক্ষের উপরি।
উইলিয়ম মহামতি ফোর্ট নাম ধরি ॥
তোদরমল্লের ইচ্ছা পালন করিয়া।
মানসিংহ মহারাজ আনন্দিত হঞা ॥

গোবিন্দ শরণে দিল গ্রাম রাজ্য ধন।
যাহাতে গোবিন্দপুর হইল পত্তন॥
রামচন্দ্র বলি তার ছিল এক নাতি।
হাটখোলা আসি যেই করিল বসতি॥
তার পুত্র কৃষ্ণ চন্দ্র অতীব মহান।
যাঁর পুত্র জগৎমান্য মদনমোহন॥
অদ্যাপিও গয়া তীর্থে যদি তুমি যাও।
দেখিয়া তাঁহার কীর্ত্তি তাঁর যশ গাও॥
প্রেতশিলা উঠিবারে সিঁড়ি নাহি ছিল।
বহু লক্ষ টাকা দিয়া তাহা গড়ি দিল॥
আর আর কত কীর্ত্তি দেখিবে তাঁহার।
পুণ্যতীর্থে বেড়াইলে পাবে সমাচার॥
তাঁর পুত্র রামতনু বদান্য প্রধান।
সর্ব্বস্ব করিয়া দান হন পুণ্যবান॥
শ্রীরাজবল্লভ হন তাঁহার তনয়।
যোগবলে সিদ্ধ তিনি যোগেতে তন্ময়॥
শ্রীআনন্দচন্দ্র তাঁর পুত্রগুণধাম।
ভগবদ্‌কৃপা যাতে ছিল অবিরাম॥
মোর প্রভু তাঁর পুত্র হয়ে জনমিল।
কলিজীব উদ্ধারের পথত খুলিল॥
এইত কহিল আমি বংশ পরিচয়।
মাতৃকুল বর্ণনের উচিত ত হয়॥

জগৎমোহিনী নামে তাঁর মাতৃদেবী।
যার সমতুল্য কেহ নহে ভক্তসেবী॥
রূপেগুণে তাঁর সম কেহ নাহি ছিল।
লক্ষ্মীর ক্রোড়েতে আসি জনম লভিল॥
কুবের সদৃশ ধন ঈশ্বরের ছিল।
গুণে মানে যশে তাঁর জগৎ ভরিল।
তাঁহার প্রথমা কন্যা জগতমোহিনী।
ঈশ্বরের সুখ তাহে আনন্দকারিণী॥
তাঁহার বিবাহ দিল শ্রীআনন্দ সনে।
যোগ্যপাত্র যোগ্য বংশ দেখিয়া আপনে॥
ঠাকুরের পিতামহী রাজকন্যা ধন।
তাঁর পিতা রাঁয়রাঁয়া জগন্নাথ হন॥
মুর্শীদাবাদ নবাবী আমলেতে তিনি।
রাজস্বের রাজা পদে ছিলেন আপনি॥
এ সকল বংশ আসি মিলিত হইয়া।
বঙ্গভূমে স্থান লভে ঠাকুরে লইয়া॥
দিন দিন প্রভু মোর যেমত বাড়িল।
জীবের উদ্ধার চিন্তা করিতে লাগিল॥
চৈতন্যের দাস তিনি চৈতন্যের দাস।
গৌর বিনা আর কিছু নাহি করে আশ॥
প্রকাশ করিল তবে মহিমা তাঁহার।
শুদ্ধ ভক্তি জীবে দিয়া কৃষ্ণ নাম সার॥

যে দিকে দেখেন তিনি সেই দিকে ভাই।
বহির্ম্মুখ জন সঙ্গ রহেছে তাহাই ॥
সেই সব জনে তবে কৃপা প্রকাশিল।
প্রভুশিক্ষা গ্রন্থ তবে রচনা করিল ॥
আচারি প্রচারি যবে তাহাদের তরে।
দেখাইল শিখাইল যাতে মন হরে ॥
দুর্ভাগা আবদ্ধ জীব মায়া পাশে থাকি।
কেহ বা বুঝিল কিছু কেহ দেয় ফাঁকি ॥
যে যেরূপ পন্থালয় সেইরূপ কর্ম্ম।
অর্জ্জন করিয়া ভবে ভুগে ফলধর্ম্ম ॥
জগতেতে বহুলোক ফলকামী হয়।
ফলের তরেতে ঘুরে বৃথা কষ্ট পায় ॥
তাদের উদ্ধার তরে ঔষধ যে হয়।
তাহারা না জানে তাহা আঁধারেতে রয়।
বাল্যকালাবধি প্রভু তাদের উদ্ধারে।
অতি ব্যস্ত হয়ে সদা চিন্তেন অন্তরে ॥
শ্রীবীরনগর নাম উলা যারে বলে।
বড় এক জনপদ আছিল সে কালে ॥
জন্মিলেন প্রভু তথা ঈশ্বরের ঘরে।
হইল পবিত্র ধাম শ্রীবীরনগরে ॥
আনন্দে ভাসিল সব উলাগ্রামবাসী।
মহাভোজ মহোৎসব হইল রাশি রাশি ॥

হরিনাম ধ্বনি তথা উঠিল তখন।
মহানন্দে রহিলেক গ্রামবাসী জন॥
সুলক্ষণ চিহ্ন তবে সকলে দেখিল।
বালকে রয়েছে সদা আনন্দ করিল॥
বাল্যকালে তথা থাকি বিদ্যাভাস করি।
কাটাইল প্রভু মোর স্মরিয়া শ্রীহরি॥
নিরীশ্বর বহুলোক বসতি সে গ্রাম।
প্রভুর কৃপায় তারা পেল হরি নাম॥
দ্বাদশ বরষ যবে প্রভু মোর হ'ল।
কলিকাতা রাজধানী নগরে আইল॥
এখানেতে শুষ্ক জ্ঞানী সঙ্গী এক দল।
প্রভুকে লইয়া থাকে জ্ঞানে টল মল॥
তাঁদের বুঝান প্রভু জ্ঞানে কিছু নাই।
ভক্তি বিনা জগতেতে আর সব ছাই॥
সংসার এড়াতে তারা জ্ঞান পথ ধরি।
ভক্তি পথ না মানিয়া হ'ল নিজ অরি॥
সেই সব সঙ্গ ত্যজি প্রভু প্রেম ভরে।
আপনে রহিল সদা আনন্দ অন্তরে॥
ব্রহ্ম উপাসনা দেশে নূতন হইল।
সেই স্রোতে বহুলোক গাত্র ভাসাইল॥
সে সকল জনে প্রভু সাবধান করে।
ভক্তি পথে আনিবারে তাহাদের ধরে॥

কেহ বা বুঝিল ভক্তি কেহ না বুঝিল।
দেশের এমত দশা তবে দেখা দিল ॥
এ সকল দেখি শুনি প্রভু কৈল স্থির।
প্রকাশ্যে ভাগবৎ ধর্ম্ম করিব জাহির ॥
দিনাজপুরেতে যবে প্রভু মোর গেল।
রাজকার্য্যে রহি তথা ভক্তি প্রচারিল ॥
সেখানেতে বৈষ্ণবের বসবাস হয়।
প্রভুকে পাইয়া তারা আনন্দ করয় ॥
দিনাজপুরে কান্তজী সকলেই জানে।
সেখানের লোক সব ভক্তিপথ মানে ॥
কমললোচন রায় বৈষ্ণব সজ্জন।
প্রভু সাথে অহরহ হরি কথা কন ॥
প্রসিদ্ধ বংশেতে জন্ম কমললোচন।
রাজার পরেতে তাঁর আছিল আসন ॥
'ভাগবতস্পিচ্' প্রভু বক্তৃতা করিয়া।
দেশের অবস্থা তবে দিল ফিরাইয়া ॥
বহু গণ্যমান্য লোক সেই কথা পড়ি।
ধর্ম্মভাব বদলিয়ে বসিলেক নড়ি ॥
শিশির প্রমুখ আদি বহু গণ্যমান্য।
ভাগবৎ কথা শুনি হইলেক ধন্য ॥
প্রভুর সহিতে তবে পত্র বিনিময়ে।
ভাগবত ধর্ম্ম বুঝে একমনা হ'য়ে ॥

এইরূপে বহুলোক প্রভুকে বুঝিল।
প্রভু পদ অনুসরি চলিতে লাগিল॥
একদিন প্রভু মোর রাজকার্য্য তরে।
গৃহদ্বারে আসি উঠে পাল্কি ভিতরে॥
দেখে এক বৃদ্ধ বিপ্র আসিয়া নিকটে।
বলিলেক দেশ এবে পড়েছে শঙ্কটে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু আর নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ পরম আনন্দ॥
কৃষ্ণ বলরাম দুঁহু বহু কৃপা করি।
বঙ্গদেশ উদ্ধারিল, দিল নাম হরি॥
তথাপি দেশের লোক তাহা নাহি বুঝে।
এ বড় দুঃখের কথা কেহনা সমুজে।
তুমি কৃষ্ণ নিজ জন তোমার এ কার্য্য॥
হরি নাম পরচার কর তবে ধার্য্য॥
জগৎতারণ হেতু তব অবতার।
ভক্ত অবতার তুমি ভক্ত অবতার॥
হয়েছে সময় এবে বিলম্ব না কর।
গৌরের নিশান ধরি হও অগ্রসর॥
দেশ এবে বসিয়াছে হ'তে ছারখার।
কলির এ কার্য্য তাই করিয়াছে ভার॥
গৌর প্রচারিত ধর্ম্ম আচ্ছাদিত এবে।
মনোগড়া মত করি বেড়াইছে সবে॥

বলিছে আবার তারা প্রাতারণা করি।
গৌরের শিক্ষা এই শীঘ্র লও ধরি॥
কিন্তু তাহা কোন কালে গৌর শিক্ষা নয়।
গৌরের বিরুদ্ধ শিক্ষা সেই সব হয়॥
গৌরের দোহাই দিয়া মেকি চালাইয়া।
শুদ্ধ ভক্তি লোপ করে সবে ফাঁকি দিয়া॥
কপট বৈষ্ণব আর মর্ক্কট বৈরাগী।
গৌর নামে ছাপ ধরি হয় সদা ভোগী॥
সেই সব অনাচার দূর করিবারে।
গৌর আজ্ঞা বলবান তোমার উপরে॥
এত বলি সে ব্রাহ্মণ অন্তর্ধান হয়।
প্রভু মোর সেই আজ্ঞা শিরে ধরি লয়॥
ব্রাহ্মণ বেশেতে গৌরে দর্শন করিয়া।
ভকতিবিনোদ কাঁদে বিহ্বল হইয়া॥
দেশের কল্যাণতরে তবে চিন্তা করি।
ভাগবত ব্যাসসূত্র অস্ত্ররূপে ধরি॥
অবতীর্ণ হইলেন বঙ্গদেশ মাঝে।
প্রভু মোর সেই কালে সুসজ্জিত সাজে॥
তাঁহার লেখনী তবে অবিশ্রান্ত চলে।
জীবের কল্যাণ হেতু জীবে ডাকি বলে॥
ওহে জীব ভুলোনাকো স্বরূপ তোমার।
তুমি নিত্য কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ সে তোমার॥

মায়ার পিশাচী তোমা গলে বান্ধি নিল।
আপনাকে প্রভু বলি যবে মনে হ'ল ॥
কৃষ্ণ ভোগ্য বস্তু হও তুমি জীব ভোগ্য।
ভোগ না করহ তুমি নহ তাঁর যোগ্য ॥
কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ভণ্ড রূপ ধরি।
ভক্ত সাজ সেজে ভোগ নাহি পরিহরি ॥
কৃষ্ণের সেবায় রত মুখেতে বলিয়া।
কার্য্যে অন্যরূপ করি প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া ॥
আপনাকে গুরু বলি কৃষ্ণাভিন্ন হ'য়ে।
কামিনির দ্বারে সদা কনক লভিয়ে ॥
পাপ বুদ্ধি যেই জন সর্ব্বদাই করে।
মায়ার নফর সেই দুষ্ট বুদ্ধি ধরে ॥
সেই রূপ কভু নাহি হও মোর কথা।
তাহা যদি নাহি শুন যাও যথা তথা ॥
আপন স্বরূপ ভুলি যবে ভোগী হও।
মায়ার গর্ত্তেতে পড়ি ভোগে তুমি রও ॥
তোমা হেতু মায়ারাজ্য গঠিত হয়েছে।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীব তথায় রয়েছে ॥
কৃষ্ণোন্মুখ জীব পারে তাহে তারিবারে।
মায়ার সম্বন্ধ কাটে কৃষ্ণ কৃপাধারে ॥
সেই কৃষ্ণ কৃপা ভরে সদা নাম লও।
কৃষ্ণ সেব কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম গাও ॥

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ॥"
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥"
প্রভুর এ আজ্ঞা হয় জানাই তোমারে।
পালন করিলে তুমি তারিবে সংসারে॥
ভকতিবিনোদ প্রভু বড় দয়া ক'রে।
এই আজ্ঞা জানায়েছে পৃথিবী মাঝারে॥
সংসারের জ্বালা যাবে এ আজ্ঞা পালিলে।
কৃষ্ণ বিনা গতি নাই এবেত জানিলে॥
সংসার সংসার করি কাটাইছ কাল।
লাভ না হয়েছে কিছু ঘটেছে জঞ্জাল॥
তাই বলি ওহে ভাই সাবধান হও।
কৃষ্ণকে বরিয়া তুমি কৃষ্ণ নাম লও॥
বিলম্ব না কর ভাই আর কোন মতে।
বৃথা দিন কাটে তব আর যাতে তাতে॥
গৃহে থাক বনে থাক হরি নাম কর।
সুখে দুঃখে ভুলোনাকো সেই নাম ধর॥

মায়া জালে বদ্ধ হয়ে মিছে কাজ ল'য়ে।
কাটিতেছে কাল তব আত্মহারা হ'য়ে ॥
কে তুমি কোথায় ছিলে কোথা হ'তে এলে।
কোথায় যাইবে তুমি কিবা করে গেলে ॥
জন্মিলে মরিতে হবে অন্যথা না হয়।
সুখ দুঃখ ভাব আদি হর্ষ ত্রাসময় ॥
এ সকল কথা যদি ভাব একবার।
ভাবিলে অবশ্য হবে মায়াবন্ধ পার ॥
কৃষ্ণ কৃপা ব্যাতিরেকে সে কার্য্য না হবে।
কৃষ্ণ কৃপা পেতে গেলে সদ্গুরু বরিবে ॥
মহতের পদাশ্রয় অবশ্য করিবে।
তা না হলে কেমনেতে উদ্ধার পাইবে ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু দয়া করি তাই।
সোজা পথ দেখায়েছে যাহা ধর ভাই ॥
ভকতিবিনোদ পদে শরণ লইয়া।
অগ্রসর হও ভাই নামেতে মাতিয়া ॥
তাঁর গ্রন্থরাজি পড় শুদ্ধ মত ধর।
তাঁর পদাশ্রয় করি চিত্ত শুদ্ধ কর ॥
তাঁহার শরণাগত শুদ্ধ চিত্তে হও।
অবশ্য পাইবে সিদ্ধি মম বাক্য লও ॥
তাঁহার অধম দাস অযোগ্য যে আমি।
সরল বাক্যেতে বলি তিনি অন্তর্যামী ॥

আমি মূঢ় বুদ্ধি শূন্য আমা কিবা বোধ।
গুরু কৃপা বলে আমি করি অনুরোধ॥
অধম পতিত আর অশিক্ষিত ভাব।
বিদ্যাশূন্য জ্ঞানশূন্য আমার স্বভাব॥
লোকাচার নাহি জানি সামাজিক নহি।
লোকালয়ে থাকি মাত্র গুরু পদে রহি॥
আমিত পণ্ডিত নহি, নহি আমি ধনী।
কোনও যোগ্যতা নাই, নহি আমি গুণী॥
গুরুর কৃপাতে আমি হরিনাম গাই।
গুরু পদতল জানি গুরু পদে ধাই॥
ভকতিবিনোদ প্রভু মোরে দয়া ক'রে।
দাস বলি স্থান দিল নিজ পদে ধ'রে॥
যদি কিছু দোষ আমি অজ্ঞানেতে করি।
তখনই আমার প্রভু শোধ শিরে ধরি॥
যতই কঠিন তুমি আমা প্রতি হবে।
ততই জানিব তব অনুগ্রহ তবে॥
জগতের গুরু তুমি, তুমি পূজ্যময়।
তোমাকে পূজিলে কৃষ্ণ হয় দয়াময়॥
দীন দরিদ্রের নাথ সে মথুরা নাথ।
তাহা বিনা জগতেতে সকলে অনাথ॥
সেই দীননাথে কদা দেখিব গো আমি।
সম্ভব কেবল যদি দয়া কর তুমি॥

যদি মোরে কাণা বলি চক্ষে ছানি কাটি।
দেখাও তাঁহারে মোরে করি পরিপাটী॥
তবেত দেখিব আমি আনন্দিত হ'য়ে।
রব আমি তাঁর পাদপদ্মে মাথা ল'য়ে॥
তুমিত করেছ কৃপা কত অভাজনে।
দেখায়েছ লইয়াছ শুদ্ধ ভক্তগণে॥
সেই পাদপদ্ম আর সেই পদতলে।
যখন তোমাকে তারা ধরেছিল দলে॥
আমিত এসেছি শেষে কৃপা কর মোরে।
উঠিব অবশ্য আমি তব পদ ধ'রে॥
দয়িত জনের গতি তুমি মহাশয়।
আমাকে দয়িত বলি লও দয়াময়॥
ভকত জনের প্রাণ ভুবনের বন্ধু।
তোমা বিনা কেবা আছে করুণার সিন্ধু॥
তুমি কৃষ্ণ নিজ জন আমি মূর্খ ছার।
বুজেছি কেবল আমি কৃষ্ণ সে তোমার॥
সেই কৃষ্ণ করি দাও এবেত আমার।
যাহাতে এড়াতে পারি এ ভব সংসার॥
তোমাকে ধরেছি যবে ভয় নাহি মোর।
অবশ্য লভিব আমি চিদানন্দ ভোর॥
তব কৃপালব মাত্রে আছি যে আনন্দে।
পূর্ণ কৃপা হ'লে রব অতি মহানন্দে॥

যে কয় দিবস আমি জীয়ে পৃথিবীতে।
ভজন সাধন করি কাটাইব হিতে ॥
ইচ্ছা ছিল বহু কথা লিপি বদ্ধ করি।
কিন্তু তাহা করিবারে আর নাহি পারি ॥
রোগাক্রান্ত দেহ মোর কৃষ্ণ পদতলে।
শীঘ্রই রাখিব আমি গুরু কৃপা বলে ॥
আমার প্রভুর কথা অন্ত নাহি আছে।
ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইবেক পাছে ॥
আমি কি বলিতে পারি এক মুখে হায়।
শত মুখ হইলেও বলা নাহি যায় ॥
ধৃষ্টতা হইবে মোর যদি আমি বলি।
বর্ণিতে সক্ষম আছি করি হুলাহুলি ॥
পঙ্গুর যে চেষ্টা হয় পর্ব্বতকে লঙ্ঘি।
বামনের চাঁদ ধরা ঊর্দ্ধ হাতে ভঙ্গি ॥
যদি বা পারি গো আমি বর্ণন করিতে।
আর যাহা জানি আমি প্রভুর চরিতে ॥
দ্বিতীয় অংশেতে তাহা বর্ণন করিব।
কৃষ্ণেচ্ছায় যত দিন শরীর ধরিব ॥
নাম প্রচারের কথা অতি সুমধুর।
যাহা হইতে আর কিছু নাহিক মধুর ॥
সে সকল কথা মাত্র পত্তন হইল।
কেমনে বাড়িল তাহা কিছুই না হ'ল ॥

প্রভুর শিষ্যের কথা না হ'ল বর্ণন।
প্রভু শাখা জগতেতে হয় অগণন॥
তাহাদের নাম ধাম অনেক সে কথা।
তাহাদের নৃত্য গীত অপূর্ব্ব বারতা॥
ভজন সাধন আর রস আস্বাদন।
কত যে করিল তাঁরা তাহা বা কেমন॥
শুদ্ধ মূল বৃক্ষ তবে কেমনে বাড়িল।
মূল শাখাগণ তাহে কেমনে জন্মিল॥
ছোট ছোট শাখা তাহে কতই হইল।
সে সকল শাখা তবে কি কার্য্য করিল॥
এ সকল কথা হয় অদ্ভুত ব্যাপার।
যাহা জানি শুনি হয় লোকে চমৎকার॥
নবদ্বীপ অভিন্ন সে বৃন্দাবন তত্ত্ব।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধামের মহত্ত্ব॥
মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীগোলক স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
অষ্ট দল পদ্ম মধ্যে কর্ণিকা সে হয়।
চিন্তামণি রত্নময় গৃহ যাহে রয়॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ নবদ্বীপ ধাম।
নিত্য অবস্থিত শ্বেতদ্বীপ মধ্যে নাম॥
সেই যোগ পীঠ প্রকাশিয়া মোর প্রভু।
জীবের কল্যাণ করে ক্ষান্ত নহে কভু॥

এ সকল কথা যদি করিয়া বিস্তৃতি।
বর্ণনা করিতে হয়, না হয় নিষ্কৃতি॥
গ্রন্থ বিস্তারয় বহু আপনি তাহাতে।
পারি যদি বর্ণিব সে দ্বিতীয় ভাগেতে॥
এক্ষণে এ ক্ষুদ্র অংশে বর্ণিতে অক্ষম।
তাতে আমি ক্ষুদ্র জীব কেমনে সক্ষম॥
বড় বড় শাখা কাছে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী।
এক ধারে পড়ি রহি কিছুই না জানি॥
তাঁরা যা লেখান মোরে তাই আমি লিখি।
আমার চক্ষেতে আর যাহা আমি দেখি॥
মোর সেবা লইয়াছে প্রভু যে আমার।
তাহাতেই ধন্য আমি কি বলিব আর॥
শিখেছি শরণাগতি তাঁহার নিকটে।
যবে আমি সেবিয়াছি তাঁকে নিষ্কপটে॥
শরণাগতের হন পালক সে প্রভু।
শরণ লইলে তাকে না ছাড়েন কভু॥
শিখান শরণাগতি নিজের আচারে।
ভক্তিযোগ যাহে ভাই জগতে প্রচারে॥
সাধন করহ ভাই সে শরণাগতি।
অচিরে পাইবে তুমি রাধাকৃষ্ণে মতি॥

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

সাধনার ক্রম এই জানহ নিশ্চয়।
যাহাতে ত "সিদ্ধ" হয় পলায় বিষয় ॥
"ভক্তি অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥
কৃষ্ণ বই রক্ষা কর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণই পালন সদা করিবেন ভাই ॥
তুমি তোমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিষ্কপট দৈন্যে কর জীবন যাপন ॥"
"জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করেন পালন ॥
কৃষ্ণ হইতে এই বিশ্ব হয়েছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণদাস।
সদ্‌গতি প্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস ॥
জনম লয়েছ কৃষ্ণ ভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥"

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ভক্তির এ ক্রম তবে শুন মন দিয়া।
প্রভু মোরে যা শিখাল দয়ার্দ্র হইয়া॥
প্রভু ভাষা নিম্নে আমি উদ্ধৃত করিয়া।
জানাই তোমারে আমি ভজনের ক্রিয়া॥
"ভক্তি মূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হইলে সাধু সঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধু সঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন শিক্ষার সঙ্গে নাম মন্ত্র দীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হৈলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আশক্তি নামে ভক্ত জন পায়॥
নামশক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥
ইতি মধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটীনাটী দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎসঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ॥"
"বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধ জিহ্বাবেগ।
উদর উপস্থ বেগ ভজন উদ্বেগ॥

বহুযত্নে নিত্য সব করিবে দমন।
নির্জ্জনে করিবে রাধাকৃষ্ণের ভজন॥
অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জন সঙ্গ।
নিয়ম আগ্রহ লৌল্যে হয় ভক্তি ভঙ্গ॥
আদান প্রদান প্রীতে? গূঢ় আলাপন।
আহার ভোজন ছয় সঙ্গের লক্ষণ॥
সাধুর সহিত সদা ভক্তি বৃদ্ধি হয়।
অভক্ত অসৎ সঙ্গে ভক্তি হয় ক্ষয়॥
বিষয়ী মিলন আর যোষিৎ সম্মেলন।
বিষপানাপেক্ষা তার বিরুদ্ধ ঘটন॥"
এ সকল কথা হেথা সংক্ষেপে বলিল।
গ্রন্থের বিস্তৃতি ভয়ে বর্ণিতে নারিল॥
দ্বিতীয় অংশেতে ইচ্ছা আছে বর্ণিবারে।
বিস্তৃতি করিয়া সব ক্রমে স্তরে স্তরে॥
প্রভুর জীবনী কথা কিছুই না হ'ল।
আরম্ভ মাত্রত করি সমাপ্ত করিল॥
জনম সংবাদ দিয়া এখানে রাখিল।
দ্বিতীয় অংশের জন্য সব রাখি দিল॥
যদি কৃষ্ণ ইচ্ছা হয় তবে সে লিখিব;
নচেৎ নাহিক শক্তি অবশ্য জানিব॥
প্রভুর বিরহ দুঃখে আমি আছি ম'রে।
সে দুঃখ জানাব কারে কেমনে কি ক'রে॥

লেখনী সরে না মোর ভাবি কথা সেই।
অন্ধকার ক'রে প্রভু চলে গেল যেই॥
কবে বা লইবে মোরে অধম পামরে।
পদতলে রাখি সদা মোর হিততরে॥
প্রার্থনা করি যে প্রভু এই কৃপা কর।
নিজকাছে স্থান দিয়া পদতলে ধর॥
নিযুক্ত করিবে মোরে নিত্য সেবা দিয়া।
চিদানন্দে রাখি মোরে নিজ কাছে নিয়া॥
অবশ্য হইবে সিদ্ধ অভিলাষ মম।
তব পদে স্থান পেয়ে সার্থক জনম॥
চিদ্দেহ লভিয়া আমি তব পদপ্রান্তে।
সেবা কার্য্যে ব্রতী হব জড়দেহ অন্তে॥
এ শরীর ভঙ্গ হবে কাটি মায়াজাল।
ঘুচিবে তখন মোর মায়ার জঞ্জাল॥
সে অবস্থা হবে কবে ওহে প্রভুবর।
নিকৃষ্ট অপেক্ষা আমি জঙ্গম স্থাবর॥
তুমি না করিলে দয়া দয়া কোথা পাই।
তাই তব পদতলে মস্তক বিকাই॥
দয়ার যে পাত্র আমি তাহা তুমি জান।
অধম পামর আমি তাহা তুমি মান॥
অধমেরে বড় দয়া করিতে যুয়ায়।
তাই তব পদতলে মস্তক লুটায়॥

বাক্য নাহি সরে মোর আর কি লিখিব।
এই স্থানে মোর কথা সমাপ্ত করিব ॥
এ সকল কথা যেবা পড়িবে শুনিবে।
কৃষ্ণভক্তি গুরু কৃপা আপনে লভিবে ॥
প্রভু মোর তারে দয়া অবশ্য করিবে।
ভক্তি পথে সেই জন অবশ্য চলিবে ॥
বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য এ পুস্তক হবে।
বৈষ্ণবের সহচর হ'য়ে গ্রন্থ রবে ॥
অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত যবে সম্মুখে আসিবে।
অস্ত্ররূপ এই গ্রন্থ তাহারে নাশিবে ॥
মোর প্রভু শাখাগণ করি প্রাণধন।
রাখিবে এ গ্রন্থখানি করিয়া যতন ॥
আর মোর ঠাকুরের সিদ্ধান্ত সকল।
এর সাথে রাখি সদা হইবে সবল ॥
যদি আমি নাহি জীয়ে বহুদিন আর।
অবশ্য অপর কেহ করিবে উদ্ধার ॥
প্রভুর জীবন কথা গ্রন্থিত করিয়া।
বৈষ্ণব সমাজে দিবে আনন্দিত হঞা ॥
তাহাতে কল্যাণ হবে জগতে অপার।
কত শত জন তাহে হইবে উদ্ধার ॥
জানিবে কি বস্তু কৃষ্ণ তখন তাহারা।
কৃষ্ণকে ভজিবে নাহি হবে আত্মহারা ॥

তখন দেখিবে তারা দিব্য চক্ষুঃ পেয়ে।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আনন্দিত হ'য়ে॥

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জহাসং॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তী চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

"ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম হিরণ্য বলিত।
বনমালা শিখিপিঞ্ছ ধাত্বাদি মণ্ডিত॥
নটবেশ সঙ্গী স্কন্ধে হস্ত পদ্ম কর।
কর্ণভূষা অলকা কপোল স্মিতাধর॥
শিখিচুড় নটবর কর্ণে কর্ণিকার।
পীতবাস বৈজয়ন্তী মালা গলহার॥
বেণুরন্ধ্রে, অধর পীযুষ পূর্ণ করি।
সখাসঙ্গে বৃন্দারণ্যে প্রবেশিল হরি॥"
ভকতিবিনোদ কৃপা পাবে পুনরায়।
দেখিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ঝলসিয়া তায়॥

"স্বয়ং কন্দর্প একি, মধুর মণ্ডল নাকি
মাধুর্য্য আপনি মূর্ত্তিমান্

মনো নয়নের মধু, দূর হইতে আইল বঁধু,
জীবন বল্লভ ব্রজ প্রাণ ॥
আমার নয়ন আগে, আইল কৃষ্ণ অনুরাগে,
দেহে মোর আইল জীবন।
সব দুঃখ দূরে গেল, প্রাণমোর জুড়াইল,
দেখি সখি পাইনু হারাধন ॥
হইবে প্রমত্ত তারা দেখি ঐ রূপ।
ডাকিবে কৃষ্ণকে তবে লভি নিত্যসুখ ॥

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈরপি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥

"কৃষ্ণহে !
অগাধ বোধ সম্পন্ন যোগেশ্বরগণ ধন্য,
তব পদ করুন চিন্তন।
সংসার পতিত জন, ধরু তব শ্রীচরণ,
কূপ হ'তে উদ্ধার কারণ ॥
আমি ব্রজ গোপনারী, নহি যোগী ন সংসারী,
তোমা লয়া আমার সংসার।
মম মন বৃন্দাবন, রাখি তথা ও চরণ,
এই বাঞ্ছা পুরাও আমার ॥"

আর নাহি সরে বাণী দেশবাসী জন।
ভকতিবিনোদ প্রভুর লও গো শরণ ॥
তাঁহার শরণ লঞা হও তাঁর গণ।
অচিরাতে পাবে গৌর কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
চারিশত অষ্টাবিংশে শ্রীগোদ্রুমধামে।
ভনিল এ কৃষ্ণদাস রত কৃষ্ণ নামে ॥
স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে গুরু পদাশ্রয়ে।
থাকি যাহা শুনিয়াছে গ্রন্থিত করিয়ে ॥
সকল বৈষ্ণব পদে প্রণাম করিয়া।
বিদায় মাগিছি এবে অবনত হঞা ॥
বৈষ্ণবের পদরজ বৈষ্ণবের দয়া।
শিরেতে সর্ব্বদা ধরি আনন্দিত হঞা।
ভকতিবিনোদ পদ কৃষ্ণদাস আশা।
অগতির গতি উহা, উহাই ভরসা ॥

ইতি সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু।



বিষয় নির্ঘণ্ট

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ
ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রং
ভজেতং ॥

—ভক্তিবিনোদ